পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 218 Monday, 8 July, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২১৮ সংখ্যা ✱ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১, সোমবার, ৮ জুলাই, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

## ইসকনের রথযাত্রায় মমতা, পুজো-আরতির পর বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রথের দড়ি টানলেন

# 'আগামী বছর দিঘায় রথযাত্রা হবে'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ** আজ রথযাত্রা। তার উপর রবিবার পড়ে যাওয়ায় ছুটির দিন। সঙ্গে আকাশ মেঘলা হয়ে বৃষ্টি পড়ছে শহর থেকে গ্রামবাংলায়। এই আবহেই হয়ে গেল উৎসবের সূচনা। কলকাতা শহরের ইসকন মন্দির থেকে রথযাত্রার উদ্বোধন করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর ২টো নাগাদ ইসকন মন্দির থেকে শুরু হয় এই বছরের রথযাত্রা। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলেন মন্ত্রী থেকে বিধায়ক, অভিনেতা থেকে অভিনেত্রীরা। রথের দিন প্রত্যেকবারই মুখ্যমন্ত্রীর নানা কর্মসূচি থাকে। যার মধ্যে অন্যতম কলকাতার ইসকন মন্দিরে রথের রশিতে টান দেওয়া। এই বছর বিকেলে রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সময় বিকেল ৪টে। তখন পুরীতে জগন্নাথদেব রথে রওনা হবেন মাসির বাড়ির উদ্দেশে। তখনই দেশের সমস্ত রথযাত্রা শুরু হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন দুপুরেই বৃষ্টি মাথায় করে পৌঁছে যান ইসকনের মন্দিরে। এই নিয়ে বিরোধীরা বিতর্ক তৈরি করেছে। কেন সময়ের আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রথের রশিতে টান দিলেন? কেন উদ্বোধন করলেন? নানা প্রশ্ন। পুরোহিতদের একাংশ অবশ্য বলছেন, তিথি পড়ে গিয়েছে। সুতরাং এই কাজে অসুবিধা নেই। বিতর্ক তো নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভ্রাতৃবধূ তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতাদেবী। ইসকনের সন্ন্যাসী, পূজারিদের সঙ্গে কথা বলে পুজো দেন তিনি। ফুল-মালা-প্রদীপে থালা সাজিয়ে আরতিও করলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ছাতা ধরে তাঁকে মন্দির পর্যন্ত পৌঁছে দেন। রথের রশিতে টান দিয়ে উদ্বোধন করেন তিনি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আগামী বছর থেকে পুরীর আদলে যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে তা উদ্বোধন হয়ে যাবে। তাই ২০২৫ সালে দিঘায় রথযাত্রা হবে। কিছু কাজ বাকি আছে। পুরো মন্দির তৈরি হয়ে গেলে দিঘায় রথযাত্রা পালন করা হবে।'' এদিন লাল-সাদা শাড়ি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পরনে। এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী মন্দির চত্বরে ঘুরে ঘুরে পুজো দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইসকনের পূজারিরা। রথের রশিতে টান দিয়ে যাত্রার শুভ উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সূচনার আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা সব ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকি। আপনারা পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করে থাকেন। আগামী বছর আপনারা দিঘাতে রথযাত্রা দেখতে পাবেন। দুর্গাপুজোর পর উদ্বোধন। মন্দির না উদ্বোধন করে রথ উৎসব করা যায় না। তাই আগামী বছরের জন্য সবা স্বস্তি দিক, শক্তি দিক ভক্তি দিক। জয় জগন্নাথ। সবাই সুস্থ থাকুন শুভ রথযাত্রাইকে আমন্ত্রণ রইল। আজকের দিনটা অত্যন্ত শুভ আপনাদের সকলকে শুভনন্দন জানাই। জগন্নাথ দেব জগতের কল্যাণ করুক তিনি জগৎপিতা।'' এছাড়া আজ মুখ্যমন্ত্রী ইসকন মন্দিরে যাওয়ার আগে সেখানে গিয়ে পুজো দেন টলি অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। তিনিও আরতি করেন। উল্টো রথযাত্রা আগামী সোমবার, ১৫ জুলাই। সেদিন পার্ক স্ট্রিট মেট্রোর কাছে আউটট্রাম রোড থেকে দুপুর ১২টায় শুরু হবে ওই উৎসব। এদিন রথের জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়ে। একদিকে রথযাত্রা অপরদিকে রবিবার হওয়ায় প্রচুর মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## অভিষেক কি একুশের মঞ্চে থাকবেন না? রহস্যের কিনারা হয়নি এখনও

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ** এবারের রথযাত্রা যেন অন্যরকম। প্রতি বার রথের দিন সকাল থেকে বৃষ্টি হয়। এবার বেলা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত চড়া রোদ ছিল কলকাতায়। এ বছর একুশে জুলাইয়ের আগে তৃণমূলের মধ্যেও যেন এমনই রৌদ্র-ছায়া চলছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। জাতীয় রাজনীতিতেও অন্যতম মুখ হয়ে উঠছেন তিনি। তবু গত কয়েক বছর ধরে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি পর্ব একটু রোমন্থন করলেই দেখা যাবে, প্রস্তুতি পর্বে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। তিনি জেলায় গিয়ে প্রস্তুতি সভা করছেন। ব্লক ব্লক ধরে ধরে কর্মী, সমর্থক, বাস-টেম্পো-ট্রেনের হিসাব চাইছেন। কলকাতায় একুশের সভার আগে যে শিবিরগুলো তৈরি হত তাও নিজেই দেখভাল করতেন অভিষেক। বিশেষ করে সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্ক, গীতাঞ্জলী স্টেডিয়াম ও ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তিনি সশরীরে গিয়ে তদারকি করতেন। কিন্তু এবার একুশে জুলাইয়ের আগে অভিষেকের দেখা তো নেই। তৃণমূলের মধ্যে চরম রহস্য যে, একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে অভিষেক আদৌ থাকবেন তো! এবং সেটাও দলের একাংশের মধ্যে উৎকণ্ঠার স্রোত বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন এই উৎকণ্ঠা? তার কারণ, গত তিন বছর ধরে মোটামুটি ভাবে তৃণমূলের রাজ্য সংগঠন অভিষেকই দেখছেন। দলে অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা অভিষেকের আশ্রয়ে বড় ও সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং সংগঠন বা মন্ত্রিসভায় পদ পেয়েছেন। তাঁদের নেতা আপাতভাবে নিজেকে এরকম দূরে দূরে থাকলে তাঁদের বিপন্ন বোধ করাই স্বাভাবিক বলে অনেকের মত। তা ছাড়া এও দেখা যাচ্ছে, প্রশাসন ও সংগঠনে ঝাঁকুনি দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই হাল ধরেছেন। লোকসভা ভোটের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে জানিয়েই সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে স্বল্পকালীন বিরাম নিয়েছেন। তিনি চিকিৎসার কারণে দেশে নেই বলে খবর। তৃণমূল সূত্রে এও খবর, ২১ জুলাইয়ের আগে অভিষেক ফিরবেন কিনা কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে বলেও জানা গেছে। তৃণমূলের কালীঘাট ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, ''একে এক সাময়িক মতান্তর বা মনান্তর হিসাবেই দেখা যেতে পারে। অভিষেকের বয়স কম। রাজনীতিতে জেদ ও রোমান্টিকতা দুটিই রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো। সুতরাং জেদটাও তিনি দিদির থেকেই পেয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, দ্রুত এর একটা মীমাংসা হবে এবং একুশের মঞ্চে শেষমেশ দেখা যাবে অভিষেককে। না হলে খুবই ভুল বার্তা যেতে পারে।''

## ফের গণপিটুনিতে মৃত্যু, ভাঙড় থানার নিকটেই দীর্ঘক্ষণ পরে থাকল দেহ

**দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৭ জুলাইঃ** রাজ্যে গণপিটুনির মতো ঘটনা রুখতে নবান্ন থেকে সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় পুলিশকে পাঠানো হয়েছে গাইডলাইন। কিন্তু, নির্দেশই যেন সার! এতকিছুর পরেও গণপিটুনির ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পুলিশ। রাজ্যে আবারও গণপ্রহারে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। তাও আবার ঘটনাটি ঘটেছে থানা থেকে কয়েকশো মিটার দূরে। চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে বেঁধে পিটিয়ে খুন করা হল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত ভাঙড় বাজারে। অভিযোগ উঠেছে, খুনের পর দীর্ঘক্ষণ সেখানে পড়ে থাকলেও পুলিশ আসেনি। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা গিয়ে দেহ উদ্ধার করেন। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম আজগার মোল্লা। তিনি ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। এদিন ব্যক্তিকে খুনের ঘটনার পর থেকে বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কেউই এবিষয়ে কিছু বলতে চাইছেন না। তবে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটছে তবে এলাকায়। নাইট গার্ড থাকা সত্ত্বেও কীভাবে চুরি হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্থানীয়রা। তবে নাইট গার্ড দাবি করেন তিনি চলে যাওয়ার পরেই এই চুরির ঘটনা ঘটছে। তিনি থাকাকালীন কোনও চুরির ঘটনা ঘটেনি। তাই চোর ধরতে বেশ কয়েকদিন ধরেই রাতে এলাকা পাহারা দিচ্ছিলেন স্থানীয়রা। গতকাল রাতে আজগারকে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এরপর তারা চোর সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে ধরে বেঁধে রাখেন। পরে এলাকার আরও মানুষজন জড়ো হয়ে তাকে মারধর করতে শুরু করে। পরে দেখা যায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই ব্যক্তি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন আজগরের বাড়ির লোকজন। তবে তারা বলতে পারছেন না কীভাবে এই ঘটনা ঘটল। তবে থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভাঙড় বাজারে এমন ঘটনা ঘটার পরেও পুলিশ কেন টের পেল না? কেনই বা দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ পড়ে থাকার পরেও পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করল না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তবে এদিনের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

## বিপাকে মহুয়া মৈত্র, এফআইআর দায়ের তৃণমূল সাংসদের নামে

**নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ** আরও বিপাকে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হল। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে মন্তব্যের ঘটনায় এই মামলা। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের কাছে। তার ভিত্তিতেই এই মামলা দায়ের। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের আইএফএসও-এর সাইবার ইউনিট এই এফআইআর করেছে। ঘটনার সূত্রপাত হাথরসে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনাকে সামনে রেখে। যেখানে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন পদপিষ্ট হয়ে। এরপরই মহিলা কমিশনের তরফে রেখা শর্মা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরই একটি ভিডিয়ো সামনে আসে। সেখানে রেখা শর্মার পিছনে একজন চলেছেন, যিনি রেখা শর্মার মাথার উপর ছাতা ধরে আছেন। রেখা নিজের ছাতা নিজে হাতে ধরেননি, তা নিয়েই টিপ্পনি কাটেন মহুয়া। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, নিজের বসের পাজামা ধরতে ব্যস্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। মহুয়ার এই মন্তব্য নিয়েই বিতর্ক দানা বাধে। এমন মন্তব্য একজন মহিলার মর্যাদার অমর্যাদা বলে মন্তব্য করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। দিল্লি পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানান তিনি। পাল্টা মহুয়াও দিল্লি পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, পারলে তাঁকে নদিয়ায় এসে গ্রেফতার করা হোক। লিখেছিলেন, 'আমি আমার ছাতা নিজেই ধরতে পারি।' মহুয়ার এই মন্তব্যর দু'দিন পরই দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ।

### গ্রামোন্নয়নে বিপুল টাকা বকেয়া বাংলার, কেন মিলছে না অর্থ?

## নতুন মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইবে রাজ্য

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ** খুব শীঘ্রই নয়াদিল্লিতে ডাক পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর তাই গ্রামোন্নয়নের একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ বকেয়া আটকে রেখেছে সেই তথ্য তৈরির নির্দেশ দিল নবান্ন। এবার লোকসভা নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। তৃতীয় এনডিএ সরকারে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী বদল হয়েছে। নতুন মন্ত্রী হয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বকেয়া আটকে থাকার বিষয়ে শুনবেন বলে রাজ্যের কর্তাদের কাছে বলে সূত্রের খবর। বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা নিয়ে কম চর্চা ও আন্দোলন হয়নি। কিন্তু টাকা মেলেনি। এই ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা যা কেন্দ্রের দেওয়ার কথা তা রাজ্য সরকার দিয়েছে। তারপর ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। বাংলায় এখন ২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে আবাস প্রকল্পের টাকা। তারও আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা। কাজও বন্ধ রয়েছে। বারবার নানা কাগজপত্র থেকে শুরু করে চিঠি পাঠানোর পরও মেলেনি টাকা। সমস্ত তথ্যই রিপোর্ট আকারে কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি নবান্নের।

আগের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ও তাঁর অফিসারদের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী ও অফিসাররা। কিন্তু টাকা তো মেলেনি। উলটে কেন্দ্রীয় দল বারবার এসেছে। এখন প্রত্যেক

রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন নয়া গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। তাই প্রস্তুতি শুরু করেছে নবান্ন। আগের সমস্ত চিঠি থেকে শুরু করে বকেয়ার নথি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো নথি এক ফাইলে রাখার কাজ চলছে। সেখানে সব রিপোর্টই থাকবে। কোন প্রকল্পে কত বকেয়া আছে তার সবিস্তার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ''সব রাজ্যের সঙ্গে নতুন গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী পর্যালোচনা শুরু করেছেন। নামের প্রথম অক্ষর মেনে ডাকা হলে আমাদের ডাক আসতে দেরি হবে। তবে সাক্ষাতে মন্ত্রীকে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করব। বকেয়ার সামগ্রিক তথ্য কেন্দ্রকে চিঠি লিখে পাঠাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই কাজও চলছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তাঁদের ভরসা নেই। রাজ্য সরকার সংশোধনের পরে প্রায় ১১.৩৬ লক্ষ আবাস উপভোক্তাকে অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারই। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ দিয়েছিল সেটাও পালন করেছে রাজ্য সরকার। তাহলে কেন টাকা পাচ্ছে না বাংলা? উঠছে প্রশ্ন। এই নিয়ে যাবতীয় তথ্য নতুন মন্ত্রীকে তুলে ধরা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনডিএ সরকার এখন টাকা ছাড়লে তাতে গ্রামের মানুষের সমর্থন পরে মিলতে পারে।

### বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই ঘরে আগুন দিয়ে ৩ জনকে খুন!

## বোলপুরের ঘটনায় গ্রেফতার কাকিমা

**দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ জুলাইঃ** বীরভূমের বোলপুরে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। ঘরে আগুন লাগিয়ে পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় ওই বাড়ির মেজ বউকে

গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর প্রেমিককেও আটক করে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। গত বৃহস্পতিবার বোলপুর থানার রায়পুর সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন গীত গ্রামে ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান রূপা বিবি (৩০) এবং তাঁর ছোট ছেলে আয়ান শেখ (৪)। বর্ধমানের এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শনিবার বাবা শেখ তুতারও মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবারই সন্দেহ করা হয়েছিল, ওই পরিবারের ঘরে কেউ কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। শনিবার সামনে আসে পারিবারিক দ্বন্দ্ব। মৃত দম্পতির বড় ছেলে ওয়াসিম আখতার তাঁর কাকিমা স্মৃতি বিবি ওরফে নাজরিন নিহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়াসিমের কাকিমা তথা ওই বাড়ির মেজ বউ স্মৃতিকে পুলিশ আটক করে। পুলিশ সূত্রের খবর, জেরায় ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেন স্মৃতি। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ওয়াসিম পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাকিমার সঙ্গে গ্রামের বাসিন্দা এক হাতুড়ে ডাক্তার চন্দন ইসলামের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। আখতার বলেন, ''আমার বাবা, মা বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই চক্রান্ত করে বাবা, মা ও ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে।'' অগ্নিকাণ্ডের পর প্রাথমিকভাবে নিখোঁজ ছিলেন চন্দন। পরে তাঁকেও আটক করা হয়েছে। চন্দনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনাটির ষড়যন্ত্রের বিষয়ে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এদিকে এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বেশ অনেকক্ষণ বোলপুর থেকে বর্ধমান যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করা হয়। শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ঘটনাস্থলে যান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অসিত মাল। একইসঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান বীরভূমের পুলিশ সুপার রাজনাথ মুখোপাধ্যায়ও। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, ''পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করার মতো নয়। এই ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তি হোক।''

## ফের সেনা জঙ্গি সংঘর্ষ ভূস্বর্গে, নিকেশ ৪ জঙ্গি, শহিদ ২ জওয়ান

**শ্রীনগর, ৭ জুলাইঃ** ফের সেনা জঙ্গি সংঘর্ষে উত্তপ্ত কাশ্মীর। গতকাল রাত থেকে কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় শুরু হয়েছে সেনা জঙ্গি সংঘর্ষ। ইতিমধ্যেই ৪ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনাবাহিনী। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছে ২ জওয়ানও। এদিকে কাশ্মীরে এখন চলছে অমরনাথ যাত্রা। জঙ্গিরা ইতিমধ্যেই অমরনাথ যাত্রায় হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে। এর আগে একবার অমরনাথ যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। তাতে বেশ কয়েকজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। তারপরেই অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এবারও সেই কড়াকড়ির অন্যথা হয়নি। তারমাঝেই জঙ্গিদের হামলার হুমকির ঘটনায় আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছিল সেনা বাহিনী। গত কয়েক মাস ধরে ভূস্বর্গে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রথমে

রেয়াসিতে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের গুলি চালানোয় খাদে পড়ে যায় বাসটি। তাতে কমপক্ষে ১০ জন তীর্থ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। তারপরে আবার কাশ্মীরে সেনা ছাউনিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। কুলগামে সেনা জঙ্গি সংঘর্ষ যখন চলছে তার মধ্যেই আবার রাজৌড়িতে সেনা ছাউনিসে জঙ্গিদের গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। কুলগামে চার জঙ্গিকে নিকেশ করারর পরের দিনই রাজৌড়িতে সেনা ছাউনিতে এলোপাথারি গুলি চালায় জঙ্গিরা। সেই হামলাতেই ২ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। সেনা ছাউনির বাইরে প্রহরারত এক জওয়ান গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। তারপরেই জঙ্গিদের সঙ্গে গুলি বিনিময় শুরু হয় সেনাবাহিনীর। পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনগুলি নতুন করে ভূস্বর্গে সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে বলে মনে করছে সেনা বাহিনী। পাকিস্তান থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর জঙ্গি সংক্রিয়তা প্রায় নির্মুল করে ফেলেছিল সেনা বাহিনী। লোকসভা নির্বাচনে স্বতোঃস্ফূর্ত যোগদানও করেছে কাশ্মীরের বাসিন্দারা।

# বিষাক্ত স্প্রে ছিটিয়েছিল ১০-১২ জন! হাথরসের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় বড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

**হাথরস, ৭ জুলাইঃ** হাথরসে ধর্মসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় বড়সড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ! প্রায় ১৫-১৬ জনের একটি দল, ওই অনুষ্ঠানের সময় বিষ ছিটিয়েছিল বলে অভিযোগ করলেন ভোলে বাবা। যে বাবাজিকে কেন্দ্র করে ওই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। হাথরসের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ১২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর বেশ কয়েকটা দিন পরে, তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে ভোলে প্রচারক দাবি করলেন, তাঁর ধর্মসভা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করেছিল কেউ বা কারা। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই তারা সেখানে বিষ ছিটিয়েছিল। যাকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন, পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেখে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ওই ষড়যন্ত্রকারীরা। রবিবার, ভোলে বাবার আইনজীবী, এপি সিং দাবি করেছেন, একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ১৫-১৬ জন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আমরা ধর্মসভা আয়োজনের অনুমতি নিয়েছিলাম। অনুমতিপত্রের সঙ্গে মানচিত্রও সংযুক্ত ছিল। পদপিষ্ট হওয়ার জায়গাটিতে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় যানবাহন ছিল। ১০-১২ জন বিষ ছিটিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, ''মহিলারা পড়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। এরপরই ওরা (ষড়যন্ত্রকারীরা) ওই জায়গা থেকে পালায়। এসআইটি এবং হাথরসর

এসপি তদন্ত করছেন। সিসিটিভি ফুটেজগুলি বাজেয়াপ্ত করে ওই গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করা উচিত। এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ছিল।'' প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, আয়োজকরা সর্বাধিক ৮০,০০০ লোককে নিয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি পেয়েছিল। তবে, সমাবেশে আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ধর্মোপদেশ শেষ করেই সভা থেকে চলে গিয়েছিলেন ভোলে বাবা। সেই সময় তাঁর ভক্তরা তাঁর আশীর্বাদ পেতে ছুটে গিয়েছিলেন। যে পথ দিয়ে তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন, তার ধুলো সংগ্রহ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ। তাতেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ২ জুলাইয়ের এই মর্মান্তিক ঘটনায় মোট ১১২ জন মহিলা এবং ৭ শিশু সহ ১২১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া, আহত হয়েছেন আরও ৩৫ জন। এই ঘটনার পর থেকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি বাবাজিকে। এদিকে, তাঁর আইনজীবী এপি সিং জানিয়েছেন, তিনি আগাম জামিনের আবেদন করবেন না। কারণ, তাঁর মক্কেল নির্দোষ। প্রকাশ্যে না আসলেও, গত শনিবার অন্তরাল থেকেই ভোলে বাবা ওরফে সুরজ পাল সিং এই ঘটনার বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ''২ জুলাইয়ের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। ঈশ্বর আমাদের এই যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দিন। দয়া করে সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখুন। যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমার আইনজীবী এপি সিং-এর মাধ্যমে, আমি কমিটির সদস্যদের শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং আহতদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের সারা জীবন সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছি।''

## ২২ জুলাই অধিবেশন শুরু, তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ ২৩ তারিখ

নয়াদিল্লি, ৭জুলাই ঃসংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ২২ জুলাই, চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। সংসদ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এ কথা জানিয়েছেন।সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শনিবার নিকের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারত সরকারের সুপারিশে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন আগামী ২২ জুলাই আহ্বান করার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। ২২ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ১২ আগস্ট পর্যন্ত চলবে বাজেট অধিবেশন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবে আগামী ২৩ জুলাই।

## পরীক্ষা পদ্ধতি স্বচ্ছ করতে ইসরো-র প্রাক্তন প্রধানের নেতৃত্বে কমিটি

নয়াদিল্লি, ৭জুলাই ঃ সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস, বেনিয়ম রুখতে উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করল শিক্ষামন্ত্রক। ইসরোর প্রাক্তন প্রধান কে রাধাকৃষ্ণান এই ৭ সদস্যের কমিটির নেতৃত্ব দেবেন ।শনিবার খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে। মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই প্যানেল পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি খতিয়ে দেখে, কীকরে সেগুলি দূর করা যায় তা ঠিক করবে। ওই প্যানেলকে দু'মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।এই সাত সদস্যের প্যানেলে রয়েছেন- ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণান, দিল্লির এইমস-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া, হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বি জে রাও, আইআইটি মাদ্রাজের

## অস্ত্রোপচারের পরে বিপন্মুক্ত অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী

কলকাতা, ৭জুলাই ঃ বিধাননগর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। জানা গিয়েছে, গত শনিবার সকালেই অস্ত্রোপচার হয়েছে ঋতাভরী চক্রবর্তীর।এক মাস ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ' ছবির শুটিংয়েও একাধিক বার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । বমি, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ নিয়েও শুটিং চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজন ছিল জরুরি চিকিসার। জানা গিয়েছে, সাধারণ অম্বলের সমস্যা নিয়েই চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। পরীক্ষার পর জানা যায় পিত্তথলিতে পাথর রয়েছে তাঁর। তার পরেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় অভিনেত্রীকে।চিকিৎসকের তরফে জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচার হয়েছে, অভিনেত্রী বিপন্মুক্ত। জ্ঞান ফিরেছে, আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন। তবে এই মুহূর্তে কথা বলার অবস্থায় নেই ঋতাভরী। অস্ত্রোপচারের পরে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাঁকে। তার পরে চূ।ান্ত করা হবে, কবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তিনি। হাসপাতালে নিয়মিত মেয়ের পাশে রয়েছেন মা শতরূপা সান্যাল।

## সিঁড়ির রেলিং থেকে পড়ে শিশুমৃত্যু কলকাতায়

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ খেলতে-খেলতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সিঁড়ির রেলিং থেকে পড়ে মৃত্যু হল শিশুর। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালিগঞ্জের একটি আবাসন সংলগ্ন কোয়ার্টারে।জানা গেছে, শনিবার রাতে দুই ভাইবোন সিঁড়িতে খেলা করছিল। সিঁড়ির রেলিং বেয়ে নিচে নামার খেলায় মগ্ন ছিল দুজন। বড় ভাইয়ের বয়স ৭-৮ বছর। ছোট বোন ৩-৪ বছর বয়সি। সিঁড়ির রেলিংকে স্লিপ বানিয়ে নিচে নামছিল বড় ভাই। পাশেই ছিল বোন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং থেকে পাশের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যায় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশুটির। আবাসিকরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে ঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা সবাই ইতালিতে অনুষ্ঠিত জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে তা অনুভব করেছি। ভারত নিজস্ব জি-২০ সভাপতিত্বের সময় অনেক বিষয়ে বিশ্বকে একত্রিত করেছে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, এখন ভারত অনেক ক্ষেত্রে ভালো পারফর্ম করছে। ভারত যদি ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভালো পারফর্ম করে, তাহলে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যদি সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান অবতরণ করেন, তাহলে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ভারত যদি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়, তাহলে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ভারত যদি এত বড় নির্বাচন খুব বেশি হিংসা ছাড়াই সম্পন্ন করে, তাহলেও আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।

## রাঁচিতে বসছে সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠক, চলবে ১২-১৪ জুলাই

রাঁচি, ৭ জুলাই ঃঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে এবার আয়োজিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রান্ত প্রচারক বৈঠক। ১২-১৪ জুলাই চলবে এই বৈঠক। শুক্রবার সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাঁচিতে আগামী ১২-১৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) বার্ষিক জাতীয় স্তরের প্রান্ত (প্রাদেশিক) প্রচারক সভার আয়োজন করা হচ্ছে।সারাদেশের সকল প্রন্ত প্রচারক এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। সঙ্ঘের সংগঠন পরিকল্পনায় মোট ৪৬টি প্রদেশ গঠন করা হয়েছে।এই বৈঠকে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবিরের রিপোর্ট এবং পর্যালোচনা, আগামী বছরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, ২০২৪-২৫ সালের জন্য পুজানীয় সর সঙ্ঘচালকজির ভ্রমণ পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়াও, আরএসএস-এর শতবর্ষ (২০২৫-২৬) নিয়ে আলোচনা হবে। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণ গোপাল, শ্রী সি আর মুকুন্দ শ্রী অরুণ কুমার, শ্রী রাম দত্ত, শ্রী অলোক কুমার, শ্রী অতুল লিমায়ে এবং কার্যনির্বাহী সদস্যরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এই সভায় যোগ দিতে ৮ জুলাই রাঁচিতে পৌঁছবেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত।

## কর্ণাটকে হাসপাতাল সংলগ্ন অক্সিজেন বিভাগে বিস্ফোরণ, হতাহতের খবর নেই

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই ঃরবিবার দুপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। হাসপাতাল লাগোয়া অক্সিজেন বিভাগে বাস। বিস্ফোরণ। ঘটনাস্থলে দমকলের বিশাল বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের কলাবুরাগির চাঃদাপুরে একটি হাসপাতালে।জানা গেছে, রবিবার দুপুরে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। ঘটনায় এখনও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছায়িয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

## চেন্নাইয়ে বিএসপি নেতার মৃত্যুতে ব্যথিত স্ট্যালিন, তামিল সরকারকে একহাত মুরুগানের

চেন্নাই, ৭ জুলাই ঃচেন্নাইয়ে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র নেতা কে আর্মস্ট্রংয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। আর্মস্ট্রংয়ের মৃত্যুতে শোকব্যক্ত করে শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, বহুজন সমাজ পার্টির রাজ্য সভাপতি আর্মস্ট্রংয়ের হত্যাকাণ্ড মর্মান্তিক ও গভীরভাবে দুঃখজনক। রাতেই হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আমি আর্মস্ট্রংয়ের দল, পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং শোকাহত অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাতে চাই এবং আমি পুলিশ আধিকারিকদের মামলাটি দ্রুত পরিচালনা করতে এবং আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছি।এদিকে, বিএসপি নেতাকে খুনের ঘটনায় তামিলনা়ু সরকারকে একহাত নিলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগান। তিনি বলেছেন, তামিলনাড়ুর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে বাঁচতে পারলেন না ন্যাশনাল পার্টির রাজ্য সভাপতি। ডিএমকে সরকার রাজ্যের

# উচ্চশিক্ষায় উন্নতির দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ ফের উচ্চশিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় ভাবে ভর্তি প্রক্রিয়ায় আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, বিহার, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলায় উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন এসেছে। এতে প্রমাণিত বাংলার উচ্চশিক্ষায় উন্নতি সাধন ঘটছে।৭ তারিখ আবেদন গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঠিক তার এক মাসের মাথায় ৭ অগস্ট স্নাতক স্তরে ক্লাস শুরু হবে। তার আগে প্রথম পর্যায়ের মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে ১২ জুলাই। দ্বিতীয় পর্যায়ের মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে ক্লাস শুরু হওয়ার পর, ২০ জুলাই। এর পরে ৮ অগস্ট থেকে ১৭ অগস্ট চলবে মপআপ রাউন্ড। এই পর্যায়ে নতুন করে পড়ুয়ারা স্নাতক স্তরে ভর্তির আবেদন জানাতে পারবেন।শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রথম পর্যায়ে যাঁরা কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেননি বা আবেদন বাতিল করা হয়েছে, এমন পড়ুয়ারাও ভর্তির সুযোগ পাবেন। এ ছাড়াও 'সিট অ্যালটমেন্টর পরেও যাঁরা ভর্তি হননি, তাদের দ্বিতীয় বার সুযোগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তালিকা প্রকাশের পরে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হলে ক্লাসে যোগদান করা যাবে ৭ তারিখ থেকে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রথম আবেদন গ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে আমরা বিষয়টি দেখব, বিচার বিবেচনা করব। ইন্সপেক্টরস অফ কলেজ-এর রিপোর্ট নেওয়া হবে এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি উচ্চশিক্ষা দফতর মনে করে, তাহলে আবেদনের দিন বাড়ানো হবে।

# ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,৭জুলাইঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

# রথযাত্রায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই ঃরবিবার রথযাত্রা উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, সকলকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা। আমরা সকলেই প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে মাথা নত করে প্রণাম জানাই। তিনি যেন তাঁর আশীর্বাদ আমাদের সকলকে দেন।উল্লেখ্য, এদিন রথযাত্রা উপলক্ষে গোটা দেশে উসবের আমেজ। রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে বিশাল আযোজন করা হয়েছে। প্রতিবারের মত এবারেও ভক্তদের ঢল নেমেছে পুরীতে। প্রসঙ্গত, এবছর রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকছেন পুরীর রথযাত্রায়।

## ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, রবিতে বন্ধ চারধাম যাত্রা

দেরাদুন, ৭ জুলাই ঃ আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরাখণ্ডে। যার জেরে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে চারধাম যাত্রা। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার চারধাম যাত্রা বন্ধ থাকবে। পুণ্যার্থীরা যে যেখানে আছেন, সেখানে থাকার বিষযেই জানানো হয়েছে।জানা গিয়েছে, আগামী ৭ এবং ৮ জুলাই উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় মৌসম ভবন। আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস দেখে গত শনিবার রাতেই গাড়োয়ালের ডিভিশনাল কমিশনার একটি নির্দেশিকা জারি করেন। নির্দেশিকায় বলা হয়, রবিবার সারা দিন এগোতে পারবেন না পুণ্যার্থীরা। যে যেখানে আছেন, যত দূর পর্যন্ত গিয়েছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আবহাওয়া পরিষ্কার না হলে এগোনোর অনুমতি দেবে না প্রশাসন। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ও ধসের কারণে পুণ্যার্থীদের ঋষিকেশের পরে আর না এগোনোর কথা বলা হয়েছে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কুমায়ুন, পাউরি, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছা।াও দেরাদুন, হরিদ্বার, তেহরির মতো জেলায়ও রয়েছে সতর্কতা। এই পরিস্থিতি পাহাড়ি রাস্তায় ধসের সম্ভাবনা রয়েছে। নদীগুলির জলও বাড়তে শুরু করেছে। ফলে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে চারধাম যাত্রা সাময়িক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন।

## রথের ভিড় সামলাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, উদ্যোগ ওড়িশা প্রশাসনের

পুরী, ৭ জুলাই ঃরবিবার পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্ত সমাগমে ভরে উঠেছে পুরী। এদিন সকাল থেকেই পুরীতে ভক্তদের ঢল। সারা দেশ থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও ভক্ত ও উসাহীরা ভিড় জমান এখানে। ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছে ওড়িশা পুলিশ-প্রশাসন। পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি এই প্রথম রথযাত্রায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই।ওড়িশা পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিজি দয়াল গাঙ্গওয়ার বলেন, গোটা এলাকায় ৪০টি সিসিটিভি পয়েন্ট রয়েছে। নিরাপত্তার খাতিরে প্রতিটি পয়েন্টে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এই সমস্ত ক্যামেরার সঙ্গে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওযা হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, সিসিটিভি ক্যামেরা পৌঁছবে না এমন স্থানে এবং জনবহুল স্থানগুলিতে নজর রাখার জন্য ড্রোনের ব্যবহার করা হবে । সঙ্গে বিশাল সংখ্যক পুলিশ কর্মীও মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিজি

## অলিম্পিকের আগে তিন দিনের শিবিরে সুইজারল্যান্ডে যাবে ভারতীয় হকি দল

নয়াদিল্লি, ৭জুলাই ঃভারতীয় পুরুষ হকি দল প্যারিস অলিম্পিকের আগে খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তাকে শক্তিশালী করতে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত দু ঃসাহসিক মাইক হর্নের ঘাঁটিতে তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যাবে।হর্নের ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ শিবিরটি বিখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকার মানসিক কন্ডিশনিং কোচ প্যাডি আপটন দ্বারা পরিচালিত , যিনি প্যারিসে ভারতীয় পুরুষ হকি দলকে সহায়তা করবেন।আপটন ভারতকে ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতাতে ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের জন্যও অনুরূপ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছিলেন।

## ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রদের একজন, শ্যামা প্রসাদকে শ্রদ্ধা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃগত শনিবার শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যাযকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।এক্স-বার্তায় শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, আমি ভারত কেশরী ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যাযকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে প্রণাম করছি। তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রদের একজন, যার জন্য ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬ জুলাই ১৯০১ - ২৩ জুন ১৯৫৩) ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার এবং শিক্ষাবিদ। যিনি জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রী সভায় ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী (বর্তমানে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় নামে পরিচিত) হিসেবে দাযিত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে কুখ্যাত নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে তিনি নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহযোগিতায় ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ দল প্রতিষ্ঠা করেন।

## আগ্রায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল ৮ কিশোর

আগ্রা, ৭ জুলাই ঃ রবিবার সকালে আগ্রায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। জলাশয়ে স্নান করতে নেমে ডুবে গেল ৮ কিশোর। তাদের বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন এক মহিলা। তিনিও তলিয়ে যান।জানা গেছে, ডুবুরি এবং পুলিশের সহায়তায় ৪ কিশোর এবং ওই মহিলাকে উদ্ধার করা গিয়েছে। নিখোঁজ বাকি আরও ৪ কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রার যমুনা

## হাজতেই থাকতে হবে সিসোদিয়াকে, আবগারি মামলায় ১৫ জুলাই পর্যন্ত বাড়ল জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই ঃ আপাতত হাজতেই থাকতে হবে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে। শনিবার মনীশ সিসোদিয়ার বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আবগারি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সিবিআই-এর মামলায় গত ৬ জুলাই পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন মনীশ সিসোদিয়া। বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত সিসোদিয়াকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৮ জুলাই মাস ,সোমবার, ২৩ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮ জুলাই মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ৪, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ জুলাই মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৩ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৬৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা- সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৯টে২১ মিনিট। সূর্য উদয় ৪ টা ৫৭মিনেটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**পুরাতন জ্যোতিষ শাস্ত্রের এমন একটি ধরণ,যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়কালের নিয়ে ভবিষ্যবাণী করা হয়।
**বৃষভ রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একজন নিমন্ত্রিত অতিথি আজ আপনার বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছে যেতে পারে, যার কারণে আপনি পরের মাসে কেনার কথা ভেবেছিলেন এমন গৃহস্থালি জিনিসগুলিতে আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। পরিবার-বাচ্চা এবং।
**মিথুন রাশিঃ**ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। ঘরের তরফে ঝামেলা পাকিয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে কাজেই আপনি কি বলছেন সে ব্যাপারে যত্নশীল হন। প্রেম বসন্তের মতো হয় যেখানে ফুল, বায়ু, রোদ, প্রজাপতি সব থাকে।
**কর্কট রাশিঃ**আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে এবং আজ আপনার জন্য কিছু আর্থিক পুরস্কার নিয়ে আস্তে পারে। **সিংহরাশিঃ**আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে ।শুভ দিন।
**কন্যারাশিঃ**আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ বড় হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে।শুভদিন
**তুলারাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। শুভ রং লাল।
**বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে।
**ধনু রাশিঃ** অবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বিবাহের যোগহবে
**মকর রাশিঃ**স্বাস্থের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। সন্তান হতে পারে আজ।
**কুম্ভ রাশিঃ**সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। । **মীন রাশিঃ**মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে আজ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে বলে আশা

# হরিপালে কানা নদীর সংস্কারের কাজ উদ্বোধন করলেন বেচারাম মান্না

**দুরন্ত বার্তা, হরিপাল হুগলি, ৭ জুলাই ঃ** রবিবার হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত হড়া লকগেট থেকে চোয়ালপাড়া লকগেট এবং চোয়ালপাড়া লকগেট থেকে ভোলা লকগেট পর্যন্ত কানানদীর সংস্কারের কাজের শুভ সুচনা করলেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে মজে যাওয়া কানা নদী সংস্কার না হওয়ার ফলে হরিপাল ও সিঙ্গুর সংলগ্ন এলাকার চাষীরা সঠিক ভাবে চাষের জল পেত না। হরিপালের বিধায়ক থাকা কালিন বেচারাম মান্না কথা দিয়ে ছিলেন কানা নদী সংস্কার করবেন, আজ তা বাস্তবতা পেল। তিনি আগেই হরিপালের দুঃখ ডাকাতিয়া খাল আগের বিধায়ক থাকাকালীন বেচারাম মান্না ২০১৬ সালে সংস্কার করেছিলেন। ডাকাতে খালে সংস্কারের আগে প্রতিবছর নিয়ম করে বন্যা আহত এখন আর হরিপালে বন্যা হয় না পুরো এলাকায় ধান চাষ হয়। চাষী মহল এই কানা নদী সংস্কার জন্য খুশী। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে এই কানা নদীর সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি লক গেট পর্যন্ত এই নদীর সংস্কারের কাজ চলবে এর ফলে চাষিরা খুব উপকার পাবে কারণ কানা নদীর দুপাশে প্রচুর সবজি চাষ হয়।

এই চাষের জমিগুলি কানা নদীর জলগুলি পাবে এবং এখানকার সবজিগুলি কলকাতার বাজারে সরবরাহ হয় এবং আরো সবজির উৎপাদন বাড়বে। চাষীরাও উপকৃত হবে। যেটা রবিবার থেকে নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হলো এর ফলে সাধারণ মানুষেরও খুব উপকার হবে। নালিকুল সারদা আশ্রমে অনুষ্ঠানটি হয়েছে।

# ধারের টাকা পরিশোধ না করতে পেরে মুক্তিপন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, ধৃত ৩

**দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৭ জুলাই ঃ** ৩৪ হাজার টাকা ধার নিয়ে পরিশোধ না করতে পারার জন্য মুক্তিপণ সাড়ে ৩ লাখ টাকা, এলাকায় তুলে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র আটকে রেখে বাড়িতে ফোন করে মুক্তিপণ চাওয়া হয় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা, আর তার সাথে চলে মারধর। পুলিশ সেই এলাকায় গেলে পুলিশকেও আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। অবশেষে পুলিশের উদ্যোগেই আটক ব্যাক্তি কে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে নববারাকপুর থানা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় নববারাকপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কোদালিয়া তালপুকুর এর বাসিন্দা পূর্ণেন্দু ঘোষ (৪৫)। ব্যবসার সূত্রে বিরাটির নবনগরের এক ব্যক্তির থেকে ৩৪ হাজার এবং ১৫ হাজার টাকা ধার হিসাবে নেয়, যদিও ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করলেও ৩৪ হাজার টাকা দিতে না পারায় গত শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তিনজন বিরাটির নবনগরের বাসিন্দা। তারপরে বিরাটির নবনগরের মাঠের পাশে এক নির্মান সামগ্রীর ব্যবসায়ীর বাড়িতে আটকে রেখে চলে মারধর। পরবর্তীতে পরিবারকে জানানো হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা না দিলে পূর্ণেন্দু বাবু কে ছাড়া হবে না।পূর্ণেন্দু বাবুর স্ত্রী ও ছেলের সাথে ফোনে দীর্ঘ সময় ধরে অপর ব্যবসায়ী দের কটু মন্তব্য হুমকি চলতে থাকে। পরিবার অবশেষে শনিবার মধ্য রাতে নববারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত বৈদ্য এর নিকঠ দারস্থ হন। তারপরেই ওসি নিমতা থানার সাথে যোগাযোগ করে পুলিশ বাহিনী পাঠায় বিরাটি নবনগরে আটক পূর্ণেন্দু বাবুকে উদ্ধারে ,কিন্তু সেই পুলিশ ফোর্সকে আটকে রাখার চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। অভিযোগ অভিযুক্তরা ফোন করে দলবল ডাকাডাকি শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো। এই খবর শোনার পর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এর নির্দেষে তিন অভিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা(৪৬)দিলীপ চক্রবর্তী (৫২)এবং তাপস চক্রবর্তী (৪১)কে বিরাটী নবনগর থেকে গ্রেপ্তার করে দ্রুত নববারাকপুর থানায় নিয়ে আসে। অভিযুক্ত রা বিভিন্ন ব্যবসার সাথে নিযুক্ত। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই অপারেশন, পাশাপাশি পূর্ণেন্দু ঘোষ কেও উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় থানায়। রবিবার সকালে ধৃত তিন দুষ্কৃতীকে মেডিক্যাল করিয়ে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হয়। ধৃত তিন অভিযুক্ত কে জেল হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

# রূপার ঝাড়ু দিয়ে পথ মার্জনা করে রথযাত্রার সূচনা রাজ্যপালের

নববারাকপুর, ৭ জুলাইঃ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে রথযাত্রায় সূচনায় নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লি গনেশন।রবিবার বিকেলে ৬ ফুট লম্বা রূপার ঝাঁটায় পথ ঝাড় দিয়ে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের রথযাত্রার সূচনা করছেন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গনেশন এবং শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। এদিনের নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করে সৌহার্দ সম্প্রীতির রথযাত্রা উৎসবে সুসম্পর্কের আরও নিবিড় হওয়ার আশা করেন । তিনি বলেন সমাজে শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর মতো মানবিক সমাজ সংস্কারক ধর্মগুরুর প্রয়োজন আছে---যাঁরা বিশ্ব জুড়ে মানবতার জয়গান করে মানুষকে সঠিক পথ দেখাবেন । উপস্থিত ছিলেন সংগীত শিল্পী সনজিৎ মন্ডল, বাচিকশিল্পী শম্পা বটব্যাল সহ সমাজের গুণীজনেরা।

# ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে রথযাত্রা শ্যামপুর মাঠে

**দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, লিলুয়া, ৭ জুলাইঃ** রবিবার রথযাত্রার দিন হাওড়ার শ্যামপুর ফুটবল মাঠে জনতার ঢল নামলো। জানা গিয়েছে শ্যামপুরের রাধানগর ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আলাদা আলাদা রথে চেপে এদিন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা মরসালে মাসির বাড়ি আসেন। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক সাউ জগন্নাথ, বলরাম সুভদ্রাদের দেখভালের দায়িত্ব নেন। স্থানীয় বাসিন্দারা দীপক বাবুকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মেসো বলেই এদিন ডাকে। পুরো অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল। সারা দিনভর মহানাম উচ্চারিত হওয়ার পর বিকালে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার বিশাল রথযাত্রার সভা মরসালে এসে পৌঁছয়। হাজার হাজার মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। উল্লেখ্য ৪০ বছর আগে রাধানগর গ্রামের জমিদার সুবোধ চন্দ্র মন্ডল ইসকনকে তিন বিঘা পুকুর সমে ত সাত বিঘা জমি দান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মানুষের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে ইসকনের মন্দির গত ১০ বছর আগে সুবোধবাবুর ভাইপো হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন করমাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডলের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল রথযাত্রার। এখন সেই রথযাত্রায় হাজার হাজার মানুষের ঢল।

অন্যদিকে, প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেই রথযাত্রার শোভাযাত্রা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ার লিলুয়ায়। উৎকল রাধাগোবিন্দ সমিতির পরিচালনায় রবিবার এই উৎসব পালিত হয়। ১০৪ বছরের জগন্নাথ মন্দির হলেও গত ২০১৫ সাল থেকে এই এলাকায় রথের রশিতে টান পড়ে। পুরীর রথের অনুকরণে লিলুয়ার এই রথ তৈরি করা হয়েছে যার পুরোটাই কাঠের তৈরি। বিগত দিনে লোহার রথ থাকলেও অন্য জেলায় দুর্ঘটনার সতর্কতা হিসেবে কাঠের রথেই ভরসা করেছেন এখানকার উদ্যোক্তারা।

# দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু, জখম আরও ১

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুলাইঃ** মুন্সিরহাটে দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু, জখম আরও ১। রবিবার রথের দিন বিকেলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকায়। এদিন হাওড়া-আমতা রোডে স্থানীয় মুন্সিরহাট পেট্রোল পাম্পের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। আহত হন আরও একজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত গতিতে আসা একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। আরেকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে আসে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

# জয়নগরের বহু প্রাচীন রথযাত্রা ম্লান হয়ে গেলেও এখনো ইতিহাসকে ধরে রেখেছে

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ জুলাইঃ** জয়নগর মজিলপুর সুপ্রাচীন পৌরশহর। আরও প্রাচীন ত্রৈলক্যনাথ নন্দী প্রতিষ্ঠিত রথযাত্রা, যা আজও চলে আসছে একই ভাবে। কিছুটা ফিঁকে হয়ে গেলেও জয়নগরের রথ বলতে সবার আগে চলে আসে নন্দী বাড়ির রথ। তবে এই রথযাত্রার কথা আসলেই মনে আসে পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, মাহেশের রথ যাত্রার কথা। তবে মজে যাওয়া আদি গঙ্গার উপর গড়ে ওঠা জয়নগর মজিলপুরের মজিলপুরের নন্দী বাড়ির (তিলিপাড়ার) রথযাত্রার ইতিহাস আজও মনে দাগ কাটে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত জয়নগর মজিলপুরের রথযাত্রা গুলির মধ্যে অতিপ্রাচীন রথযাত্রা হল জয়নগরের তিলিপাড়ার নন্দী পরিবারের জগন্নাথদেব ও বলভদ্রের রথযাত্রা । এই রথযাত্রা শুরু করেন শ্রী ত্রৈলক্যনাথ নন্দী মহাশয়। সে কালে নন্দী পরিবার ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিত্তশালী পরিবার।

কথিত আছে ত্রৈলক্যনাথ বাবু জগন্নাথ দেবের স্বপ্ন পান।তারপর তিনি জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা সাধারণত জগন্নাথ দেবের যে মূর্তি গুলি দেখতে পাই সেগুলিতে হাত দেখা যায় না। কিন্তু নন্দী পরিবারের স্বপ্নাদৃষ্ট জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা মূর্তিতে হাত দেখা যায়। জানা যায়, অত্যন্ত দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথ ও যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শন ভক্তদের পক্ষে দুর্বিসহ বিষয় ছিল। তাই স্থানীয় ভক্তগণের রথযাত্রা দর্শনের উদ্দেশ্যে ত্রৈলক্যনাথ নন্দী এই রথ যাত্রা শুরু করেন। কথিত আছে, সেই সময় কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের সাথে ত্রৈলক্যনাথ বাবুর চুক্তি হয় নন্দী পরিবারের যে জায়গার উপর দিয়ে কোম্পানীর রাস্তা নির্মাণ হবে, সেই জায়গার জন্য পরিবারবর্গকে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, পরিবর্তে রথের মেলার সময় তিলিপাড়া হতে রথতলা পর্যন্ত রথযাত্রার জন্য রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। এই মর্মে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এবং সেই ধারা আজও সমান ভাবে বজায় আছে। জানা যায় প্রায় ৩০-৩৫ বৎসর পূর্বে ত্রৈলক্যনাথ নন্দীর বংশধর ভদ্রেশ্বর নন্দী আরও দুটি রথ নির্মাণ করেন। প্রথম রথে থাকেন বলভদ্র দ্বিতীয় রথে থাকেন সুভদ্রা এবং তৃতীয় রথে অবস্থান করেন স্বয়ং জগন্নাথ। তবে বর্তমানে রথগুলি সব অচল।

তার পরিবর্তে নন্দী পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ধাতুর রথ তৈরি করানো হয়েছে ও তার মাধ্যমে এই রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতি বছর। জয়নগরের রাজপথ দিয়ে তিনটি রথ দর্শনের যে শোভা তা সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়েছে। তবে পূর্বদিনের মতো বাদ্যি বাজনা, নাম সংকীর্তন, পূজার্চনার মধ্য দিয়ে এই রথযাত্রা উৎসব এখনো সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে।

আর এর সাথে রথের মেলা তো আছেই। ৯ এই মেলায় বহু জনসমাগম হয়। অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে সার্থক হয় এই উৎসব। পাশাপাশি জয়নগরের মিত্র জমিদারদের রথ ও এখনো বের হয় তবে দিনের সাথে সাথে জমিদারি ও চলে গেছে। আর বর্তমান পুরুষের বেশির ভাগ কলকাতায় থাকে। যার ফলে নিয়মরক্ষাতে প্রতিবছর মিত্রপাড়ায় জমিদারদের এই রথের পুজো অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

# চাঁপদানী পৌরসভার পলতা ঘাটে রথযাত্রা ভক্ত ভগবানের মিলন উৎসব

**দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জুলাই ঃ** রবিবার চাঁপদানি পৌরসভার পলতাঘাটে গান্ধী মূর্তির সামনে থেকে রথযাত্রা শুরু হয় চাঁপদানী পৌরসভার বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে রথ যায় মাসির বাড়ি মঞ্জুশ্রী হলের কাছে। এই বছর ৬০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে রথযাত্রা । প্রতি বছরের মতো পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্রা উপস্থিতিতেই সূচনা হয় রথযাত্রার। জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রা কে তোলা হয় রথে। রথে উঠে আরতী করেন চাপদানি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্রা। টানেন রথের দড়ি। তখনই শুরু হয় রথযাত্রার। এই রথযাত্রার উপলক্ষে প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা ছিল। এছাড়া ড্রোনের সাহায্য করা নজরদারির ব্যবস্থা ছিল। ৭ জুলাইরবিবার থেকে ১৫ই জুলাই সোমবার পুনরায় রথ ফিরে যাবে পলতাঘাটে। মঞ্জুশ্রী হল এর কাছে মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব অবস্থান করবেন, সেখানে ১৬ রকমের ভোগ, দীপ দান, এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি কার্যক্রম ভজন কীর্তন , সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ চলে। চাঁপদানী পৌর সভার পলতা ঘাটের রথযাত্রা কমিটির উদ্যোগে এবারে রথযাত্রা বিশেষভাবে ভক্তদের নজর কেড়েছে। চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা, উনি উদ্যোগ নিয়ে সমস্ত টাই করেন। বাদ্যযন্ত্রের সাথে পালিত হলো রথযাত্রা উৎসব। চাঁপদানী পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তা এবং স্থানীয় এলাকার ভক্তবৃন্দ এবং দর্শনার্থীবৃন্দ অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে একে অপরের সাথে হাত লাগিয়ে এই উৎসব পালন করেছে তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা এই রথযাত্রা উৎসব শুরু করেন। উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানী পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী সুরেশ মিশ্রা মহাশয়, উপ পৌরপ্রধান বিনয় কুমার, সি.আই.সি কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তা, ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, কাউন্সিলর রমেশ সাউ, কাউন্সিলর রাজেশ সিং, বিক্রম গুপ্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবক রাহুল রায়, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা, এবং ভদ্রেশ্বর থানার আই.সি চাঁপদানী পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ সহ বিশিষ্ট জনেরা। উৎসবের শেষ পর্বে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মানুষের হাতে পুজোর ভোগ প্রসাদ, জিলিপি, পাপড়, লুচি আলুর দম, সুজি, মিষ্টি তুলে দেন চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা। নিজের হাতে করে ভক্তদের মধ্যে ভোগ প্রসাদ বিলি করেন।

# ঐতিহ্যপূর্ণ মাহেশের রথযাত্রা ৬২৮ বছর, প্রচুর ভক্তদের ঢল সিসি ক্যামেরা ড্রোন অটুট নিরাপত্তা

**দুরন্ত বার্তা, মাহেশ হুগলি, ৭ জুলাই ঃ** ঐতিহ্যপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা ৬২৮ বছরে পড়লো । এই রথযাত্রাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সমাগম সকাল থেকে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তদের ভিড় দেখা গেল পুজো দিতে। রবিবার সকাল থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে নতুন বেশে সাজানো হলো দেওয়া হলো ভোগ। মন্দির থেকে বাইরে এনে রাখা হয়েছিল তিন ভাই বোনকে । দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে একের পর একে পুজো দিলেন তখনই প্রচুর ভিড় । যত বেলা গড়িয়ে যায় ভিড় বাড়তে থাকে দুপুর থেকেই জিটি রোড প্রশাসনের পক্ষ থেকে নো এন্ট্রি বোর্ড লাগানো হয়। জি টি রোডে দুই ধার দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়, পুলিশের পক্ষ থেকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নেমে যায় দেখা যায় প্রচুর পুলিশ বাহিনীকে । সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল প্রচুর মহিলা পুলিশও ছিল প্রচুর উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যান ব্যানার্জি সহ অতিথিরা বিকেল চারটের সময় জগন্নাথ বলরাম

সুভদ্রাকে নিয়ে রথ মাসির বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে তার আগে এই রথের যিনি নির্মাণ করেছিলেন তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন এসে বাঁশি বাজিয়ে রথ চলার সংকেত দিলেন। রথের দড়ি টানা শুরু হলো সেই সময় ওপরে ড্রোন দেখা যায় কাতারে কাতারে ভক্তদের সমাগম ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি । জানা গেল এই রথের ওজন ১২৫ টন লোহার রথ কাঠের ঘোড়া, রথের ১২ টি চাকা রথের উচ্চতা ৫০ ফুট শ্রীরামপুরের মাহেশ জগন্নাথ মন্দির কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন । মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মাসির বাড়ি বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামে জগন্নাথ দেবের রথ মাসির বাড়ির দিকে চলতে থাকে চলতে থাকে ভক্তদের নাম গান । এই রথযাত্রা উপলক্ষে পানীয় জলের ব্যবস্থা মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে, গঙ্গায় পুলিশের টহল চলছে, গঙ্গার ওপার থেকেও অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে লঞ্চ ঘাট গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বজ্রাটুনি। রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসেছে হরেক রকমের দোকানপাট চলছে বিকি কিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মাহেশের রাধারানীর উল্লেখ আছে আগের কয়েক বছরের তুলনায় এবার এই মাহেশের রথযাত্রায় প্রচুর ভক্তদের ভিড়। জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারীর বক্তব্য এবার প্রচুর ভক্তদের সমাগম হয়েছে সকাল থেকে ভগবান জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পুজো শুরু হয় নতুন বেশে সাজানো হয় ভোগ দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন , প্রশাসনকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

# পূর্ব রেলের ট্র্যাকে বেশকিছু দূরপাল্লার ট্রেনের গতি ১১০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১৩০ কিলোমিটার

**কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ** এখন থেকে বেশ কিছু ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ১১০ এর পরিবর্তে ১৩০ কিলোমিটার করা হবে এতে দূরপাল্লার ট্রেনের গড় গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে এবং যাত্রা সময় কমবে। ট্রেন গুলির এই উচ্চতর গতি খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করা হবে। পূর্ব রেলওয়ে ক্রমাগত তার পরিষেবা উন্নত করার জন্য আধুনিকীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং এল.এইচ.বি কোচগুলির অন্তর্ভুক্তি সেই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বগিগুলি এই কোচগুলিকে উচ্চ গতিতে চালাতে সক্ষম করে এবং যাত্রাপথকে আরও মসৃণ করে তোলে। এল.এইচ.বি কোচগুলি আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত, যা যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক এবং নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করে। এগুলি লম্বা, হালকা, এবং উচ্চ গতির জন্য উপযুক্ত, যার ফলে যাত্রার মান উন্নত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়।সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন রুটে এল.এইচ.বি কোচ যুক্ত করা হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য উন্নত আসন, ভাল বায়ুচলাচল এবং স্থিতিশীল যাত্রার সুবিধা প্রদান করে। এই আপগ্রেডেশন যাত্রীদের যাত্রা আরও নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক করে তুলেছে। আপগ্রেডেড ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ ১২৩৬১৬২ আসানসোল - ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সাপ্তাহিক ) এক্সপ্রেসঃ - ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২২ এল.এই.চবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ১২৩৭৫৭৬ টাটানগর - জাসিদিহ এসএফ এক্সপ্রেসঃ - ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২২ এল.এই.চবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ১৩২৮৭৮৮ দুর্গ - আরা এক্সপ্রেসঃ - ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলআরএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ২২৮৪৩৪৪ সম্বলপুর - পাটনা এসএফ এক্সপ্রেসঃ - ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলআরএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ১৮৪১৯২০ পুরী - জয়নগর (সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেসঃ - ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলআরএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ১৮৪৪৯৫০ পুরী - পাটনা বৈদ্যনাথধাম এক্সপ্রেসঃ - ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলআরএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা

১৫০৪৭৪৮ কলকাতা - গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসঃ - নির্দিষ্ট বিভাগগুলিতে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলএফএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ১৫০৪৯৫০ কলকাতা - গোরখপুর এক্সপ্রেসঃ - নির্দিষ্ট বিভাগগুলিতে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাত্রা (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলএফএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা - ১৫০৫১৫২ কলকাতা - গোরখপুর এক্সপ্রেসঃ - নির্দিষ্ট বিভাগগুলিতে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা সর্বাধিক গতির কারণে দ্রুততর যাত্রা - ২৩ এলএইচবি কোচের সাথে উন্নত আরাম (২২ এলএইচবি ১ এলভিপিএইচএলএফএএসি) - বগির সাথে উন্নত নিরাপত্তা এই ট্রেনগুলি এলএইচবি কোচ এবং বগির সাথে চলবে, যা দ্রুততর যাত্রা সময়, উন্নত আরাম এবং উন্নত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য প্রদান করবে। পূর্ব রেলওয়ে ক্রমাগত তার পরিষেবাগুলি উন্নত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

# নিজের শহরকে চেনাতে ১৬০০ কিমি পারি সাইকেল নিয়ে কেদারনাথ ভ্রমণ

**নববারাকপুর, ৭ জুলাইঃ** নিজের শহরকে চেনাতে, পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা,গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান, পশুপ্রেম ও মানব কল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে রবিবার সকালে নববারাকপুর কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে থেকে সাইকেলে কেদারনাথ যাত্রা শুভ শুরু করলেন কর্মহীন টোটো চালকের। ছোট্ট শহর নববারাকপুরের নাম অনেকের কাছেই অজানা। তাই নিজের এলাকার নাম দেশবাসী বেশি করে জানুক, এই জেদ নিয়ে নব বারাকপুর থেকে সাইকেলে প্যাডেল করেই দুর্গম পথ কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন কর্মহীন টোটো চালক প্রতীক রক্ষিত। পূর্বে ইন্টারনেট সংযোগের টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করলেও, পরবর্তীতে টোটো চালক হিসেবেই সকলেই চেনেন প্রতীককে। তবে বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিক্রি করতে হয় সেই টোটোও। এখন তাই

বেকার কর্মহীন জীবন কাটছে প্রতীকের। এই পরিস্থিতিতে, নববারাকপুর থেকে সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে কেদারনাথ যাত্রা করছেন। পূর্বে ১২৫ সিসির বাইক নিয়ে লাদাখ ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তবে এবার প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে, শুভ রথযাত্রায় দেবাদিদেবের এই ধাম জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন নববারাকপুরের প্রতীক রক্ষিত। এই যাত্রায় তার সময় লাগবে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ দিন। ঝাড়খান্ড, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখান্ড হয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর রুট ম্যাপ স্থির করেছেন কর্মহীন টোটো চালক প্রতীক। বর্তমানে পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া বাসিন্দা তিনি। রবিবার সকালে কৃষ্টি অডিটোরিয়ামের সামনে থেকে শুরু করলেন তার শুভযাত্রা। তবে কেন এমন উদ্যোগ তার তা নিয়ে কথা বলতেই জানা গেল, কাউকে নব বারাকপুর বললে সে ঠিকমতো চিনতে পারে না। তখন কলকাতার কাছে সহ নানা স্থানের কথা বলে চেনাতে হয়। এইখান থেকেই প্রতীকের আপত্তির শুরু। জেদ চেপে বসে কেন নব বারাকপুর শহর কে চেনাতে গেলে কলকাতার পরিচয় দিয়ে চেনাতে হবে! তাই কোন প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নয়, নিজের শহরকে চেনাতেই সাইকেলে প্যাডেল করে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা প্রতীকের। পথে যে সকল মানুষের সঙ্গে দেখা হবে বা যে জায়গাগুলো দিয়ে তিনি যাবেন সেখানকার মানুষদের নব বারাকপুর শহরের কথা তুলে ধরে পরিচিত করাবেন এই সাইকেলে কেদারনাথ ভ্রমণকারী। সাইকেলে বেঁধে নিয়েছেন টেন্ট, সামগ্রী প্রয়োজনে রাস্তার ধারেই কাটাবেন রাত। তার এই যাত্রার কথা শুনে ইতিমধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় নববারাকপুর থানা সহ পুরসভার পুরপ্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা। পাশাপাশি বেশ কিছু বাইক রাইডার সংস্থার সাহায্যেও মিলছে প্রতীকের এই সাইকেলে কেদারনাথ যাত্রার পথে বলেই জানান তিনি। কিন্তু জেদ একটাই আমার শহর নববারাকপুর কে চিনুক সকলে। প্রতীকের এমন উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নববারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা এবং থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য ও।রবিবার সকালে প্রতীকের শুভ যাত্রায় তাকে উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানান থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ অন্যান্য আধিকারিক রাও। ছিলেন বাইক রাইডার্সরাও।

# নিমপীঠে সুন্দরবনের মৌপালকদের নিয়ে মৌমাছি প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ** মৌমাছি পালনে চাষিদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলো জয়নগরের নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।আর এই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সপ্তাহ ব্যাপী বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালন এর প্রশিক্ষণ শিবির। গত ৩০শে জুন থেকে ৬ই জুলাই পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫ জন যুবক-যুবতী ও কৃষকেরা।

মৌমাছি পালন করে আয় বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত পরাগায়নের মাধ্যমে মাঠের ফসলের ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৌমাছি পালন বিশেষজ্ঞ ও এই প্রশিক্ষণের সঞ্চালক ড.প্রবীর

কুমার গরাই বলেন,এই মৌমাছি সুসংহত চাষ ব্যবস্থায় হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-মাছের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি চাষীর বাড়িতে অন্তত একটি করে মৌমাছির বাক্স থাকা উচিত। তাই এই প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে একটি করে মৌমাছির বাক্স প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণটির রূপায়ণে ন্যাশনাল বি বোর্ডের আর্থিক সহায়তা ও আইসিএআর আটারী কোলকাতার যৌথ সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক যুবতীরা এই প্রশিক্ষণের শেষে মৌমাছি পালন শুরু করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছেন বলে তাঁরা জানালেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৮ সংখ্যা, সোমবার, ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১

## বিজ্ঞাপনেও ছিলেন বিশ্বকবি

বিরাট এক মিষ্টির হাড়ি নিয়ে দোকানের মালিক রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির হয়েছেন। না কবিতা,গল্প,নাটক দেওয়ার অনুরোধে নয়, অভিনব তাঁর আবদার। ভদ্রলোকের দোকানের মিষ্টি খেয়ে রবি কবিকে লিখে দিতে হবে অভিমত। এই বলে 'জলযোগ' নামের মিষ্টির দোকানের মালিক খানকতক সন্দেশ একটা প্লেটে তুলে কবির দিকে এগিয়ে দিলেন। আর এক হাঁড়ি থেকে বের করলেন চিনি পাতা দই। ভদ্রলোকের চাপাচাপিতে কবিকে দই,সন্দেশ দুই রকমের মিষ্টি খেতে হল। কবি লিখে দিলেন 'জলযোগ'-এর মিষ্টান্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহার বিশেষত্ব আছে সেজন্য ইহা আদরনীয়। সেই মত দই খেয়ে দিলেন কবি। তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। নীচে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষর। আজকের দিনের মত হয়ত রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞাপনের মডেল হতে হয় নি। কিন্তু আজ থেকে ৮০-৮৫বছর আগেও বিজ্ঞাপনদাতারা রবীন্দ্রনাথের থেকে তাদের পণ্যের জন্য প্রশংসা সম্বলিত অভিমত পেতে তাঁর কাছে নিয়মিত দরবার করতেন সেই তালিকায় দেশের প্রখ্যাত কোম্পানী থেকে মিষ্টির দোকানদার আছেন। সবার ওই একই আবদার কবি তাদের পণ্যের প্রশংসা করে কয়েকটি লাইন লিখে দেবেন। বলা বাহুল্য অনেকের আবদার রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন। কবির অভিমত নিয়ে মিষ্টি থেকে সাবান,কুন্তলীন তেল,স্নো,পাওডারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে সমসাময়িক নানা পত্র পত্রিকায়। 'শ্রীঘৃত' কোম্পানির কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে সেই একই রকম আবদার করলেন, তিনি যদি তাদের ঘি নিয়ে দু'কলম লিখে দেন। দই,সন্দেশ নিয়ে আমরা কবির অভিমত জেনেছি,চলুন এবার দেখি 'ঘি' নিয়ে বিজ্ঞাপনে কবি কি বললেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের লিখে দিয়েছিলেন;'বাংলাদেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। শ্রীঘৃত এই দুঃখ দূর করে দিয়ে বাঙালীকে জীবনধারনে সহায়তা করুক এই কামনা করি। ১লা বৈশাখ ১৩৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বলা বাহুল্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত 'প্রবাসী'পত্রিকায়। 'কুন্তলীন' তেলের তখন ভীষণ কদর সেই সময়,রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই তেল মেখেছেন। সাহিত্য রসিক প্রখ্যাত বাঙালি হেমেন্দ্রমোহন বসু এই তেলের প্রস্তুতকারক রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সখ্য ছিল। এই সংস্থার তেল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অভিমতে লিখেছিলেন;'কুন্তলীন তেল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতে ছিল কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে তাহার নতুন কেশোদগম হইয়াছে। এই তেল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না' নীচে সাক্ষর রবীন্দ্রনাথের। কবির প্রশংসা সম্বলিত এই বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল 'বাংলার বানী' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৩৮সালে জন্মাষ্টমী সংখ্যায়। 'গোদরেজ' কোম্পানী কবিকে দিয়ে একটি অভিমত লিখিয়েছিলেন তাদের সাবান সম্বন্ধে। কবি সানন্দে লিখে দিয়েছিলেন 'গোদরেজ সাবানের তুলনায় কোন বিদেশীয় সাবান এত উৎকৃষ্ট আছে কিনা তা জানা নেই।

## আজীবন দুঃখ পান কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনে যত দুঃখ বহন করেছেন তা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যিকের জীবনে ঘটেছে বলে জানা নেই। ১. তের বছর বয়সে মাতৃহারা হন। ২. তাঁর বিয়ের রাতে ভগ্নিপতি মারা যান। ৩. চারমাস পরে আত্মহত্যা করেন যার প্রেরণা ও ভালোবাসায় তিনি কবি হয়ে উঠেছেন, সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। ৪. ১৯০২ কবি পত্নী মৃণালিনী দেবী ২৯ বছরে মারা গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন একচল্লিশ। ৫. দুই মেয়ের বিয়ের পর জামাইদের ব্যারিস্টারি ও ডাক্তারি পড়াতে বিলেতে পাঠালেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রেণুকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাঁচানো গেল না তাঁকে। ৬. ১৯০৫-এ চলে গেলেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭. ১৯০৭ কনিষ্ঠ পুত্র ১২ বছরের কলেরায় মৃত্যু। ৮. ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেলেন। ১৯১৮ বড়মেয়ে বেলা অসুস্থ, বেলাকে প্রতিদিন গাড়িতে করে দেখতে যেতেন কবি। বাবার হাত ধরে মেয়ে বসে থাকত বিছানায়। আর তখন রবীন্দ্রনাথের জামাই শরৎ টেবিলের ওপর পা তুলে সিগারেট খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। একদিন বেলাকে দেখতে গিয়ে মাঝপথে শুনলেন সে মারা গেছে। মেয়েকে শেষ দেখা না দেখে ফিরে এলেন বাড়ি। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন বাড়িতে এসে তিনি কাউকে বুঝতে দিলেন না কি শোকে, কি অপমানে, কি অসহ্য বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি সন্তানকে হারিয়েছেন। ১০. কবির ছোটমেয়ে মীরার বিয়ে দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাকে বিলাতে কৃষিবিজ্ঞানী করার জন্য প্রতিমাসে সেইসময় পাঁচশ টাকা করে পাঠাতেন, আর নগেন্দ্র চিঠি লিখে আরও টাকা পাঠানোর তাগদা দিতেন। প্রত্যুত্তরে কবি লিখতেন, আমার জমিদারী থেকে প্রতিমাসে পাঁচশ টাকাই পাই, তার পুরোটাই তোমাকে পাঠাই। সেই নগেন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে দুই সন্তান সহ মীরাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কবির তিন জামাই যাদের প্রত্যেককে বিদেশে পড়িয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে কবিকে দুঃখ দিয়েছেন। সারাজীবনে কবি দুঃখ পেয়েছেন বারেবারে, অপমানিত-উপেক্ষিত ও হয়েছেন অসংখ্যবার। ১১. আর্জেন্টিনার কবিপ্রেমী লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা করে সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। ১২. কবি তখন ৬৪, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক কবি নোবেল প্রাপ্তি নিয়েও কিছু লোক তাঁকে ব্যাঙ্গ করেছিলেন। চিঠি লিখে কবির কাছে জানতে চাইছেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার টেকনিক।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

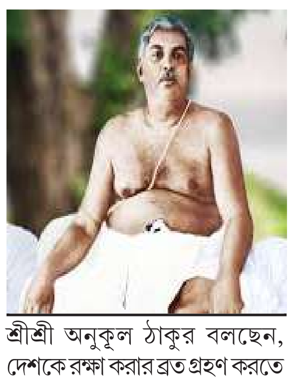

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে বুঝতে পারবে শুভতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময় কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে।

## স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিব্যানন্দের অধিকারী হতে হবে। অন্তরের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে। জাগাতে হবে মনের শক্তিকে। মনকে জাগ্রত করে রাখতে হবে। তবেই দেশ সেবা করা সম্ভব। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না।

সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইতে হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো না।

# ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করার ফলে তা বাতিল হয়েছিল

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

টাউন হলে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এর সরকার সিদ্ধান্ত বিরোধী সভা করা হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিরা এই সভাকে সমর্থন করতে শুরু করে দিল। যদিও বেশ কিছু উচ্চবিত্ত শ্রেণি এবং সরকারি অফিসাররা এই সভার করার পক্ষে ছিল না। সেই সময়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এর প্রতিবাদে সক্রিয় হয়েছিল। তারা যেভাবে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে শিক্ষিত সমাজে সাড়া পড়ে যায় এবং ব্রিটিশ শাসকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মিস্টার গ্লাড স্টোনকে একটি চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিল ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সমর্থন করার জন্য। এই চিঠিটি তৈরি করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেটই চিঠিটিকে সংশোধন করেছিলেন। এই চিঠি এবং চিঠির উত্তর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সংরক্ষণ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিলাতে গিয়েছিলেন বিলাতে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে যোগ দিতে তখন তিনি ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে গ্লাডস্টোনের নিজের হাতে লেখা কার্যবিবরণী দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে যেভাবে সারা ভারত জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল তাতে দেখতে পাওয়া গেল যে লর্ড রিপন এর প্রশাসকেরা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাতিল করে দেওয়ার পক্ষে মত দিতে শুরু করে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যদের কাছে এটা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল যে করেই হোক ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টকে বাতিল করতে হবে। তার জন্য জাতীয়তা বোধকে জাগত করা খুবই প্রয়োজন পড়ে। টাউন হলের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে বিলাতের সংসদে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হবে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এ ব্যাপারে ১৮ মার্চ ১৮৭৮ সালে মিলিত হয়েছিল। জনগণের মত নিয়ে সভা থেকে মঞ্জুর করা একটি আবেদনপত্র তৈরি করে বিলাতে পার্লামেন্টে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে ১৭ এপ্রিল ১৮৭৮ সালে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতার বার অ্যাসোসিয়েশন অনুপস্থিত থাকলেও সর্বস্তরের শিক্ষিত নাগরিকেরা এই সভায় যোগদান করে সভাকে সফল করে তোলে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সভায় নিম্নলিখিত রেজুলেশন সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করে। রেজুলেশন-(১) That the manifold blessings which have been conferred by the English nation and the English Government on the people of the country, they have esteemed the freedom of the press as

one of the greatest, as it has been of immeasurable service in helping the cause of their intellectual, moral and political progress. This meeting therefore deeply deplores the withdrawal of this inestimable boon, so far as most important section of the Press is concerned, by the passing of the Vernacullar Press Act, and desires to place on record its delibrate opinion, that the Act is calculated to restrain the legitimate freedom of discusion which the Vernacullar Press had up to this time enjoyed by shutting up the natural outlet of popular opinion and feeling, to produce the very evils of popular discontent and dissatisfaction which it is intended to prevent, to arrest the development of Oriental literature and to deal a serious blow to the cause of native progress and of good Government of India. ". টাউন হলে সভায় গৃহূত রেজুলেশন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তায় ফেলে দেয়। রেজুলেশনের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা না করে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এর বিরুদ্ধে রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়। রেজুলেশন ২) That having regard to the devoted loyalty and attachment of the people of India to the British Crown, to which willing and ungrudging testimony has from time to time been, borne by many high and distinguished authorities both here and in England to the peace and contentment that reign throughtout the country, this meeting desires to record its emphatic opinion that a represssive and retrograde measure like the Vernacullar Press Act is unnecessary and uncalled for and is opposed to the interests of justice as it altogether dispenses with the usual safeguards of judicial investigation, and substitutes, in their place, the discretionary authority of executive officers. " ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের সদস্যরা এই রেজুলেশন পড়ে চমকে উঠেছিল। এত ভালো করে সুমিষ্ট রেজুলেশন যে ভারতীয়রা করতে পারে তা তাদের কাছে একেবারে অজানা ছিল। তারা ভাবতে পারেনি যে ভারতের শিক্ষিত গোষ্ঠী ব্রিটিশদের চেয়ে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতায় এবং মিষ্টতায় পারদর্শী। পাঁচটি রজুলেশন গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই পাঁচটি রেজুলেশন এখনও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। রেজুলেশন ৩) That this meeting deeply regrests the under and unnecessary haste with which the measure was carried through the Supreme Council, the Bill having been introduced and become law at one and the same sitting, the public having been thereby denied the oppertunity of discusssing provisions of a law, affecting so vitally the intersts of the native populations in India. টাউন হলে গৃহীত রেজুলেশন পড়ে ব্রিটিশ সরকার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবতে পারেনি যে ভারতীয়রা রেগুলেশন রচনা করতে পারে অত্যন্ত দক্ষতায়। ইংরেজি ভাষায় গঠন এবং শব্দ চয়ন থেকে শুরু করে বাক্য বিন্যাস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। রেজুলেশন-৪) That the following gentlmen form themselves into a committee with power to add to their number, with a view to frame a memorial, based upon the resolutions which have just been adopted, for presentation to the House of Commons, to obtain signatures thereto, and to take such other steps as may deemed necessary for transmitting it Parliament, and also to publish in English, translation in extenso of those articles in the Vernacullar papers on which the Vernacullar Press Act is supposed to be founded, and to take such other measures as may be thought advisable for the purpose of laying before the English public a correct representation of the state and character of the Vernacullar Press : Rev. K.M. Banerjea, T. Palit, Chunder Madhab Ghosh, Rev. K.S. MacDonald , Dwijendra Nath Tagore, Jogesh Chunder Dutt, Rash Behary Ghosh, Bhairab Chunder Banerjea, Probodh Chunder Mullck, Nitya Lal Mullick, Jagannath Khanna, Dr. Gurudas Banerjee, Nobogopal Mitra, Kalinath Mitra, Ganesh Chunder Chunda, A.M. Bose, Secreatary. " ভারত সভায় তখন প্রতিটি সদস্যই ছিল বাংলার শ্রেষ্ঠতম রত্ন। তাদের হাত দিয়ে তৈরি হয়েছিল ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে রেজুলেশন যার ফলে এই রেজুলেশন নিয়ে বিলাতের পার্লামেন্টে আলোচনা ঝড় বইতে শুরু করেদেয়। রেজুলেশন ৫) That the meeting feels deeply grateful to those Hon'ble Members of Parliament who, on behalf of the unrepre-sented millions of India, have already lent their poerful aid in the discussion of the policy and merits of the Vernacullar Press Act in the House of Commons; and that the Right Hon'ble W.E. Gladstone, whose earnest and eloquent advocacy of the cause of sufferng humanity, of progressive civilization and freedom of speech, has made his name dear to all lovers of progress, be respectfully solicited to present the petition to Parliament'( Extracts taken from J.C. Bagal, History of the Indian Association (1876-1951) Calcutta, 1963)। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে যেভাবে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বলিষ্ঠ সদস্যরা সরকার বিরোধী সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে সরকারের ভিত কাঁপতে শুরু করে দেয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নিজের কাজের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তিনি পরোক্ষভাবে এই প্রতিবাদকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতিটি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। কলকাতা টাউন হলের সভায় কারা উপস্থিত ছিলেন এবং কারা কী কী বক্তব্য রেখেছিলেন সে সম্পর্কে লালবাজারের পুলিশ বিভাগ রিপোর্ট তৈরি করে গর্ভনর জেনারেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার পরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট তুলে দেওয়া হবে। ব্রিটিশ সরকার এই আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করার ফলে। সরকারের সঙ্গে কোনও সংঘাতে না গিয়ে কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের চোখে তাদের ভুল সিদ্ধান্তকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা উপরের রেজুলেশন পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে তারা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরণের রূপরেখা তৈরি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮) এবং বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব যে সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রথম দিকে ব্রিটিশরা ভারতের শত্রু ছিল না। পরে ক্রমে ক্রমে ভারত বিরোধী আইন চালু করতে গিয়ে তারা ভারতবাসীর কাছে শত্রু দেশে পরিণত হতে থাকে। তার ফলে আমরা দেখতে পেলাম বিপ্লবী অরবিন্দ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'বন্দেমাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকা নিষিদ্ধ করতে ইংরেজ সরকার উদ্যোত হলে গুপ্ত সমিতির সদস্যরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে থাকে এবং বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ করে জয়লাভ করেছিল ভারত সভার বলিষ্ঠ সদস্যরা এটা বলার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়।

# আজও পুরীতে চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য অজ্ঞাত

**বিশেষ প্রতিবেদক**

জগন্নাথধাম না হত্যা-পুরী। দিনটি ছিলো ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল। সকালবেলা পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের এক পরিচারিকার চীৎকার শুনে ছুটে এলো সবাই। বিগত পনেরো বছর ধরে আশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর জয়দেব মুখোপাধ্যায়। অকৃতদার মানুষটি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতেন আশ্রম লাগোয়া একটি ছোট বাড়িতে। সেদিন ডাকাডাকি করেও সাড়া না পাওয়ায় মেয়েটি পাঁচিলের ওপর উঠে দেখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বাড়ির উঠোনে এক চৌবাচ্চায় জয়দেব বাবুর মাথা, পা বাইরে, হাত দুটো পিছন দিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। খাটের তলায় মেঝেতে ওনার মা উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে'। তখনও জ্ঞান ছিল মহিলার। ঘরের মধ্যে ঘুমের ওষুধের ছেঁড়া রাংতা। ইংরেজিতে লেখা দুটো সুইসাইড নোট। আর প্রচুর বই , প্রাচীন পুঁথি সব লন্ডভণ্ড করে রাখা রয়েছে! জয়দেব বাবুর মৃতদেহ পুলিশ মর্গে চালান করে আর অজ্ঞাত কারণে তাঁর মা বিমলা দেবীকে পুরী হাসপাতালে না পাঠিয়ে কটকে পাঠিয়ে দেয়। তিনদিন পর অর্থাৎ বিশে এপ্রিল সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আত্মহত্যার ঘটনা বলে তদন্ত বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এমনকি আশ্রম কর্তৃপক্ষ অব্দি তাদের সাথে জয়দেব বাবুর কোন যোগাযোগ আছে বলে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু কেন পুরীতে মরতে হলো বাঙালি ঐতিহাসিক জয়দেব মুখোপাধ্যায় কে ? পিছিয়ে যেতে হবে ৪৬২ বছর। কথিত আছে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন নদীয়ার এক সন্ন্যাসী নাম সংকীর্তন করতে করতে ঢুকেছিলেন পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে। তারপর আর তাঁকে দেখা যায়নি। ভক্তরা বলে মহাপ্রভু নাকি জগন্নাথ মূর্তির সাথে বিলীন হয়ে গেছিলেন। হজম হয়নি একথা চৈতন্য গবেষক ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের। দশবছর অনুসন্ধান করে একটি বই লিখেছিলেন 'কঁহা গেলে তোমা পাই'। তারপর থেকেই ক্রমাগত হুমকি আসতে থাকে ওড়িশার বিভিন্ন মহল থেকে। ঘটনার দশদিন আগে তার পুস্তক প্রকাশককে চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন সব তথ্য দু একদিনের মধ্যে এসে যাবে, তারপরেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবেন।

এই দশদিন আর শেষ হয়নি। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের ঘরে পৌঁছানর আগেই জয়দেববাবুর মৃত্যু হয়। আর ঠিক তার পাঁচ বছর পর পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার কার্য্য চলার সময় হঠাৎ-ই গর্ভগৃহ থেকে উদ্ধার হল একটি আস্ত নরকঙ্কাল! দৈর্ঘ্যে'তে যা ছিল প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। গর্ভগৃহে কঙ্কাল...!! চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল। কিন্তু কার দেহাস্থি এটি? পরীক্ষা করে জানা গেল মৃত ব্যক্তি ছিলেন অত্যান্ত দীর্ঘাঙ্গী এবং মৃত্যু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে। শুরু হলো জল্পনা......! তবে কি মন্দিরে ঢোকার পরে মহাপ্রভু আসলে খুন হয়েছিলেন? দেবমূর্তির সাথে তাঁর বিলীন হয়ে যাওয়াটা নিছকই একটা রটনা? একালের গবেষকদের প্রশ্ন, কেন তিনি একাকী জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন, যখন বিগ্রহ গুলি সেসময় গুণ্ডিচা মন্দিরে ছিলো ? তা হলে কি তাঁরই কোনও ঘনিষ্ঠ পার্ষদ 'জুডাস'-এর ভূমিকা নিয়েছিল? লোচন বলেছেন, প্রভু যখন একাকী মন্দিরে প্রবেশ করলেন তখন 'দুয়ারে নিজ লাগিল কপট'।. জগন্নাথ মন্দিরের ওই বিশাল বিশাল দরজাগুলি কীভাবে নিজেই লেগে গেল তা একমাত্র জগন্নাথ দেবই বলতে পারবেন। গবেষকদের মতে, সে সময় মন্দিরের ভেতরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই চট করে দরজা বন্ধ করেন। তা যদি না থাকত, তা হলে পিছনে পিছনে তাঁর ভক্তরা যখন 'ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা' বলে দরজা ধাক্কাধাক্কি করছেন, তখন নিজে লেগে যাওয়া কপাট' খুলে গেল না কেন? শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন গদাধর। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর অপ্রকাশিত চৈতন্য ভাগবতের অবশিষ্ট অংশে বলেছেন, তআচম্বিতে গদাধর হইল অন্তর্ধানদ। কীভাবে গদাধর আচমকা 'অন্তর্হিত' হলেন? তাঁর তো অন্তর্নিহত হওয়ার কথা ছিল না। তা হলে কি অন্ধকার মন্দিরে লুকিয়ে থাকা শত্রুর দল তাঁকেও গুম করে দিয়েছিল? সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত ওড়িয়া কবি বৈষ্ণব দাসের পুঁথিতে আছে, রাত্রি দশ দন্ডের সময় চৈতন্যের মৃতদেহ গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়েছিল, এটা নাকি তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। এই যে প্রায় সমস্ত পন্ডিত বলছেন, শ্রীচৈতন্যকে হত্যা করা হয়েছিল, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কে হত্যা করেছিল চৈতন্য'কে? পণ্ডিতদের মতে, এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব ছিল জগন্নাথ মন্দিরের দ্বাররক্ষী বাহিনীর তৎকালীন প্রধান দলপতির ওপর। তার নাম ছিল, 'দীনবন্ধু প্রতিহারী'। সে নাকি, 'বুকের ওপর বসে, গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছিল প্রভুকে'। এখন প্রশ্ন হল, চৈতন্যের শবদেহটা কীভাবে ও কোথায় হত্যাকারীরা পাচার করল? পুরীর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাক্তন কর্মসচিব স্বামী অভিনবানন্দজির মতে, মহাপ্রভুর দেহটিকে মণিকোঠার রত্নবেদীর নিচেই 'সমাধিস্থ' করা হয়েছিল। ড. দীনেশ সেনের ধারণাও তাই। জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের মতে 'কইলি বৈকুণ্ঠ' অথবা , 'তোটা গোপীনাথে'র মন্দিরে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও চৈতন্য বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী সদাশিব রথ শর্মার মতে, তোটা গোপীনাথের বাঁধানো উঠানের বাম পাশ ঘেঁষে যে দুটি ছোট তুলসী মন্দির আছে, তার অপেক্ষাকৃত পুরনোটি হলো চৈতন্যের সমাধি মন্দির।

ডক্টর সেনের লেখা 'চৈতন্য অ্যান্ড হিজ এজ' গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে, চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ৫০ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে ও উৎকলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমস্ত রকম প্রচার, এমনকি নূন্যতম 'কীর্তন গান' পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! তাহলে কি এসব তথ্যের প্রামাণ্য দলিল হাতে এসে গিয়েছিল জয়দেব বাবুর, আর সেজন্যই তাঁকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হলো ! শোনা যায় অনেক বিদগ্ধ মানুষ এমনকি মা আনন্দময়ী অব্দি তাঁকে এই অনুসন্ধান থেকে বিরত হতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন....? এর কোনো সদুত্তর আজও নেই....! আরো এক বাঙালি মহাপুরুষের জীবনহানি ঘটেছে এই শ্রীক্ষেত্রের পূণ্যভূমিতে। ঘটনাচক্রে তিনিও নদীয়ার সন্তান। উনিশ শতকে বাংলার এক অন্যতম সাধক ও ধর্মসংস্কারক ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, জন্ম ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২রা আগস্ট নদিয়ায়।

# সম্পাদকীয় সমীপেষু

## বাঙালির একবেলার খানা রুটি

রুটি জিনিসটা কি তা আলাদা করে কাউকে বোঝানোর দরকার নেই কারণ প্রতিদিন আলুর সাথে তরকারি, আলু ভাজা,মাংস এই সব খেয়ে থাকি তাই রুটি কি তা আমাদের কারো অজানা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ রুটির কথা উঠল কেন?তার কারণ হল আজ ইতিহাসের পাতা থেকে এমন এক গল্প বলবো যেখানে রুটি হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা মুখ্য চরিত্র। ঘরে তৈরি করা একটি সাধারণ রুটি ইংরেজদের মনের সৃষ্টি করেছিল এক ত্রাস। তাদের থরহরি কম্প অবস্থা হয়ে গিয়েছিল একটা সাধারণ রুটি নিয়ে। রুটি এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কথা আমরা জানি। সেই সময় অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদেরই মোতায়েন করা বন্দুক গর্জে উঠেছিল প্রথম বার। কিন্তু আজকের গল্পটা সেটা নিয়ে না, আজকের গল্পটা সেই সময়ে চলতে থাকা অন্য ঘটনা নিয়ে। ড.গিলবার্ট হ্যাডো ১৮৫৭ সালে তার বোনকে ইংল্যান্ড একটি চিঠি লিখেন যে চিঠির বিষয়বস্তু ভারি অদ্ভুত। তিনি লিখেছেন-ভারতে এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে। কেউ জানে না এটা কারা শুরু করেছে বা এই ঘটনার লক্ষ্য কি? কেউ কেউ বলছে এটা একটি ধর্মীয় প্রথা আবার কেউ বলছে ভারতে লুকিয়ে থাকা গুপ্ত সমিতির কাজ এটা। কেউ জানে না এই ঘটনায় আসলে হচ্ছে টা কি? ভারতের সমস্ত খবরের কাগজ এই ঘটনার মর্ম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে, তারা এটার নাম দিয়েছে ''দ্যা চাপাতি মুভমেন্ট''। ডঃ গিলবার্ট হ্যাডো এই বিষয়টা নিয়ে লিখলেও ভারতের অনেক মানুষের মতন তিনিও তখন জানতেন না-এই আন্দোলনে আসলে হচ্ছেটা কি? চারদিক থেকে খবর আসছে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে রুটি। একটা দুটো নয় হাজার হাজার হাতে গড়া রুটি। কেউ জানে না কারা এটা বিতরণ করছে কেনই বা এটা গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ বলছে ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ইংরেজ বিরোধী লোকের কাজ এটা, কেউ আবার বলছে ইংরেজ সরকার নিজেই এটা করছে। এত আরগুমেন্ট, কাউন্টার আরগুমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে একটা জগা খিচুড়ি অবস্থা। আর এই রুটিগুলো এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে পৌঁছেই থেমে থাকছে না। যাদেরকে এই রুটিগুলো দেওয়া হচ্ছে তাদের সবাই কে বলা হচ্ছে একটাই কথা আরও অনেক রুটি তৈরি করতে হবে এবং পৌঁছে দিতে হবে আরো বেশি মানুষের মধ্যে। আর এই রুটিগুলো বিতরণের পরিসীমা ভারতের একটা ছোট্ট অঞ্চল গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মেজর থরনি যিনি মাথুরার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সেই সময়, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই হাজার হাজার রুটি একটা রাতে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে। সাউথের নম্রদারিভার থেকে নেপাল যেটা কিনা হাজার হাজার লাইন উত্তরে অবস্থিত সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল এই চাপাতি চালাচালি। সেইসময় ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা একদলের সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে জেরবার আর এক দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চলছে এই চাপাতি আন্দোলনের খবর। প্রথম বার ইংরেজরা ভয় পেলেও তাদের মনে হল তারা এমন একটা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে যার হদিস পাওয়া মুশকিল। আর যদি কোন মোটিভ থেকেও থাকে সেটা কোনভাবেই সামনে আসছে না। ইংরেজরা সেই সময় এই রুটি বিতরণকারীদের অনেক সময় গ্রেফতার করত কিন্তু তারও কেউ বলতে পাড়ত না এই রুটি বিতরণ কারা শুরু করেছে কিংবা এই রুটিগুলো কোথায় গিয়ে থামবে।

# হরিপালে কানা নদী সংস্কারের কাজ শুরু করলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ৭ জুলাই ঃ রবিবার হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত হড়া লকগেট থেকে চোয়ালপাড়া লকগেট এবং চোয়ালপাড়া লকগেট থেকে ভোলা লকগেট পর্যন্ত কানানদীর সংস্কারের কাজের শুভ সুচনা করলেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উপলক্ষে নালিকুল সারদা আশ্রমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে মজে যাওয়া কানা নদী সংস্কার না হওয়ার ফলে হরিপাল ও সিঙ্গুর সংলগ্ন এলাকার চাষীরা সঠিক ভাবে চাষের জল পেত না। হরিপালের বিধায়ক থাকা কালিন বেচারাম মান্না কথা

দিয়ে ছিলেন কানা নদী সংস্কার করবেন, আজ তা বাস্তবে রূপ পেল। এর আগেই হরিপালের দু ঃখ বলে কথিত ডাকাতিয়া খাল গত ২০১৬ সালে সংস্কার করিয়েছিলেন তদানীন্তন হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না। উল্লেখ্য ডাকাতিয়া খাল সংস্কারের আগে প্রতিবছর নিয়ম করে বন্যা হত এখন আর হরিপালে বন্যা হয় না পুরো এলাকায় ধান চাষ হয় চাষী মহলও উল্লোষিত। আজকের এই অনুষ্ঠানে বেচারাম মান্না জানান এর পরবর্তীতে একদিকে হরিশনগর অন্যদিকে সুলতানপুর পর্যন্ত সংস্কারের কাজ বিস্তৃত করা হবে, তিনি বলেন দীর্ঘদিন এই কানা নদী সংস্কার না হওয়ার ফলে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন, বিশেষ করে ধনেখালি সিঙ্গুর হরিপাল ও তারকেশ্বর এলাকার কানা নদীর দুইপাশের কৃষকরা এই নদীর সেচের উপর নির্ভর করে ফসল উপাদন করেন এবং সেই ফসলের সিংহভাগটাই কলকাতার বাজারে পাঠানো হয়, ফলে কলকাতার বাজারের সঙ্গে এখানকার কৃষকদের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই নদী সংস্কারের ফলে এখানকার মানুষের সাথে কৃষক ভাইয়েরাও বিশেষভাবে উপকৃত হবেন পাশাপাশি শহরেও পর্যাপ্ত ফসলের সরবরাহ বজায় থাকবে। তিনি জানান নদী সংস্কার হলে এখানে মৎস্যজীবীরাও মাছ চাষ করার সুবিধা পাবেন। এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্বদের সাথে কৃষক মহল ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

# রীতিমেনে কাঠামো পুজোর মধ্যদিয়ে শুরু হাসনাবাদ জমিদার বাড়ির ৩০৫ বছরের পুরানো দুর্গাপুজোর

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ৭ জুলাই ঃ রথের দড়িতে টানের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুজোর বাদ্যি বেজে গেলো। প্রথামতো কাঠামো পুজোর মধ্যদিয়ে শুরু হলো দেবীদূর্গার আগমনের প্রহর গোনা। বিভিন্ন বনেদী বাড়ির পুজো কিংবা বারোয়ারি পুজো, রবিবার অনেক জায়গাতেই কাঠামো পুজোর মধ্যদিয়ে দেবী মুর্তি গড়ার কাজ শুরু হলো। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়িতেও কাঠামো পুজোর মধ্যদিয়ে শুরু হলো তিনশতাধিক বছরের পুরানো দুর্গাপুজোর কাজ। ওপারে বাংলাদেশ এপারে হাসনাবাদ, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী। ইছামতীর কোল ঘেঁষে ঘোষেদের জমিদার বাড়ি। প্রতি বার ই জাঁকজমক পূর্ন দূর্গা পুজোয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ ভিঁড় করেন প্রাচীন এই জমিদার বাড়িতে। ঘরে ফেরেন প্রবাসী পরিজন রাও। জমিদারী প্রথা মেনেই প্রতিবছরের মতো এবারও রথ যাত্রার দিনে কাঠামো পূজা হলো রামেশ্বর পুর ঘোষ বাড়িতে। ঘোষ

জমিদার বাড়ির সদস্যরা জানান, প্রথা মেনে প্রতি বছর রথের দিন কাঠামো পূজা হয়,তার পর থেকে ঠাকুর দালানেই চলে প্রতিমা তৈরির কাজ। ইংরেজ শাসন কাল থেকে চলে আসছে এই প্রথা। ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ির পাশেই রয়েছে রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও তুলসী মন্দির। মহালয়ার পর দিন থেকেই পুজা শুরু হয় ঘোষ বাড়িতে। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয় পরে সেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে গঙ্গাজল মিশিয়ে দেবী দুর্গা কে স্নান করানো হয়। ষষ্ঠীর দিন সোনার গহনায় সেজে ওঠেন মাতৃ মূর্তি, দশমীর দিন বিশেষ প্রথা মেনে দেবীকে স্নান না করিয়ে ই বিসর্জন দেওয়া হয় ইছামতীর জলে। সেই প্রথা মেনে আজও ঘোষ বাড়ির কোনো গৃহবধূ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি আসলে স্নান না করেই আসেন।এক সময় এটিই ছিলো এলাকার একমাত্র পুজো,বাড়ির বর্তমান সদস্যরা জানান মন্দির টি প্রথমে গোলপাতার ছাউনি ও বাঁশের তৈরি ছিলো পরবর্তী সময়ে তা মাটির ও পরে ক্রংকিটের তৈরি হয়। তরুন মজুমদার পরিচালিত নিমন্ত্রন ছবির শুটিং হয়েছিলো সীমান্ত লগোয়া এই জমিদার বাড়িতেই। জমিদারি প্রথার অবসান হওয়ার পর বহরে কমলেও পুজোর আভিজাত্যে এতটুকু ছেদ পরেনি বলে জানান তিনি। গত কয়েকবছরে ঘোষ জমিদার বাড়ির নতুন প্রজন্মের হাত ধরে পুজো ঘিরে অভিনব ভাবনার আগমন ঘটেছে, জমিদারি আঙিনায়। এবছরও গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে, অভিনবত্বকে সঙ্গী করে জমিদার বংশের প্রাচীন রীতিনীতি মেনে সাবেকি পুজোয় মেতে উঠবেন তারা, জানান পরিবারের সদস্যরা।

# রোটারি ক্লাব অব দুর্গাপুর সেন্ট্রালের ২৭ তম অভিষেক অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ জুলাই ঃ সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের পিয়ারলেস ইন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের ২৭তম ইনস্টলেশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি রোটারিয়ান ডাঃ অসিত চ্যাটার্জির বৈদিক মন্ত্র দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং তারপরে একটি যুবতী মেয়ের গণেশ বন্দনা নৃত্য পরিবেশন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর তথা সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক , শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। বিদায়ী সভাপতি রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্য এবং বিদায়ী সচিব রোটারিয়ান সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে রোটারিয়ান নির্মলয় ঘোষ , এজি জোন-২, ২৪-২৫, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিদায়ী সভাপতি রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্য নতুন সভাপতি রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়ালের হাতে সনদ ও কলার তুলে দেন এবং বিদায়ী সচিব রোটারিয়ান সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ,রোটারিয়ান সন্তোষ মহেশ্বরীর হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। মাননীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী প্রদীপ মজুমদার রোটারি ক্লাব অব দুর্গাপুর সেন্ট্রালের

কয়েকজন সদস্যকে রোটারি ইয়ার ২০২৩-২৪ এ অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও পরিচালনা করেন রোটারিয়ান সুতপা মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এডিডিএ'র চেয়ারম্যান রোটারিয়ান কবি দত্ত। দুর্গাপুর স্মার্ট সিটি, দুর্গাপুর এলিট, দুর্গাপুর এইরোসিটি, রানিগঞ্জ, আসানসোল সহ পার্শ্ববর্তী রোটারি ক্লাবগুলোর সব সভাপতি ও সম্পাদকরা এবম ইনার ওইল ক্লাব অফ দুর্গাপুর আর ইনার ওইল জিভা ক্লাব প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্য ২০২৩-২৪ সালে রোটারিতে থাকাকালীন তিনি যে বিশেষ সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করেছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন। আগত সভাপতি রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়াল এই বছর বাস্তবায়িত হবে এমন নতুন সমাজকল্যাণ প্রকল্পগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন এবং সমস্ত সদস্যকে পূর্ণ সহায়তার সাথে তাদের সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রদীপ মজুমদার বিদায়ী রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানান এবং নতুন রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়ালকে শুভেচ্ছা জানান এবং চলতি রোটারি বর্ষ ২৪-২৫ এর সাফল্য কামনা করেন। এ উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রী 'সিম্ফনি' নামে একটি বিশেষ পত্রিকা উদ্বোধন করেন। রোটারিয়ান সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে সম্পাদিত উন্নতির একটি ভিডিও উপস্থাপনা দিয়েছিলেন, যা সকলেই প্রশংসা করেছিলেন। ফেলোশিপ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন রোটারিয়ান অতনু মুখোপাধ্যায়।

# পুরোদমে চলছে গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশন (অরেঞ্জ লাইন) নির্মাণের কাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ কবি সুভাষ-বিমানবন্দর (বিমানবন্দর) করিডোর (অরেঞ্জ লাইন) এর গৌর কিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনটি চিংড়িঘাটা ক্রসিং-এ আসতে চলেছে, কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত ট্রাফিক পয়েন্ট। একবার চালু হলে, সুকান্ত নগর এলাকার কাছে অবস্থিত এবং বিখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ও লেখক গৌর কিশোর ঘোষের নামে নামকরণ করা এই স্টেশনটি

সল্টলেকের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ হতে চলেছে। এই স্টেশনটি আগামী দিনে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীকে পূরণ করতে চলেছে। এই স্টেশনের কাঠামোগত কাজ ইতিমধ্যে শেষ হযেছে এবং এখন ফিনিশিং কাজ চলছে। এই স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টের প্রায় ৬০ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি কাজ চলছে। প্লাটফর্ম লেভেলের নির্মাণ কাজও শেষ হয়েছে, ছাদের স্টিল স্ট্রাকচারের কাজও শেষ এবং এখন চলছে ছাদের শিটিংয়ের কাজ। এই স্টেশনের কাছে আসা ভায়াডাক্টের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এই স্টেশনের প্রায় ৪০ স্থাপত্যের কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি কাজ চলছে। গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই স্টেশনে ০৮টি এসকেলেটর, ০৪টি লিফট দেওয়া হবে। এগুলি ছাড়াও এখানে ০৮টি সিঁড়িও পাওয়া যাবে। গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশনে ০৪ টি টিকিট কাউন্টার সহ ১৮০-মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম থাকবে। স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন, স্বয়ংক্রিয় টিকিট করার সুবিধা, ০১টি প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে বসার বেঞ্চগুলিও এখানে পাওয়া যাবে। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলাদের জন্য একটি, ভদ্রলোকের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্য একটি টয়লেট থাকবে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে, যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ওয়াটার কুলার স্থাপন করা হবে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরী আলোর ব্যবস্থা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর ফ্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকবে এখানে।

# মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে অসংখ্য ভক্তের সমাগম

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ৭ জুলাই ঃ হাইকোর্টের এক বিচারপতি এবং নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা সহ একাধিক বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে সূচনা হল ইসকনের রথযাত্রা। মায়াপুর ইসকন পরিচালিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে জনজোয়ারে ভাসল মায়াপুর। রবিবার মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথ,ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলরামের তিনটি সুসজ্জিত রথ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌছায় চন্দ্রোদয় মন্দির মায়াপুর ইসকনে। শোভাযাত্রায় ছিল চৈতন্য ঘরানার একাধিক শিল্পীদের নিয়ে নৃত্য কীর্তন। গুন্ডিচায় সাত দিন কাটানোর পর আগামী ১৫ জুলাই চন্দ্রদয় মদির থেকে রথ ফিরে যাবে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে। ৭ জুলাই রবিবার থেকে আগামী ১৫ জুলাই সোমবার মায়াপুর ইসকনের অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দিরের মাসির বাড়িতে ভগিনী ও ভ্রাতা কে নিয়ে জগন্নাথ দেব অবস্থান করবেন। ইসকন সূত্রের খবর এবছর পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে গুন্ডিচা স্থাপন করা হয়েছে। সেখানেই আযোজিত হবে ৫৬ ভোগ নিবেদন, দীপ দান,জগন্নাথ অষ্টকম-স্তত্র পাঠ এবং ভজন,কীর্তন, নাটক ও নৃত্য অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও প্রতিদিন হাজারও ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে মহা প্রসাদ। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও রথযাত্রা উসব উপলক্ষে রবিবার সকাল থেকেই হাজার হাজার দেশি ও বিদেশী ভক্তদের সমাগম ঘটে মন্দির নগরী মাযাপুরে। এদিন জগন্নাথ দেবের রথের রশি স্পর্শ ও দর্শন করতে বিশেষ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় উপস্থিত দর্শনার্থী ও ভক্তদের মধ্যে। ভক্তদের সার্বিক সুরক্ষার দিকে নজর রাখতে সদা সতর্ক ছিল স্থানীয় পুলিশ জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি মায়াপুর ইসকন মঃিদরের নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে তিনটি সুসজ্জিত রথ ইসকনে প্রবেশ করার আগেই পুলিশ ও ইসকনের নিজস্ব সুরক্ষা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় মন্দির প্রাঙ্গণ সহ গোটা এলাকা। মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ইসকনের রথযাত্রা উৎসব। তিনি বলেন,জগন্নাথ জগতের নাথ। সকলের ভালোলাগা এবং ভালোবাসার একমাত্র পাথেয়। রথযাত্রার দিনই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে আসেন রাজপথে। কেননা তিনি যে ভক্তবসল। ভক্তদের মনোবাসনা পুরনের জন্য দর্শন দেন। সকলের কল্যাণের জন্য তার এই পন্থার অবলম্বন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য তার কাছে অবারিত দ্বার। বিশ্বের ১০০ টি দেশের প্রায় ৮০০ ছোট বড় শহরের পাশাপাশি এ রাজ্যের শতাধিক জায়গায় রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয় ইসকনের তত্ত্বাবধানে।

# রথযাত্রায় শিবপুর মন্দিরতলার পুজো প্রাঙ্গনে খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হলো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুলাই ঃ শুভ রথযাত্রার পুণ্য লগ্নে শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসব পূজা কমিটি তাদের ঐতিহ্যশালী ১০০ বছরের দূর্গাপূজার খুঁটিপূজা অনুষ্ঠিত করল মন্দিরতলা ময়দানে। সংঘের সভাপতি অসিত কুন্ডু ও সাধারণ সম্পাদক শোভনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মন্দিরতলার পুজোর এবার শতবর্ষ। সারা শহর জুড়ে এই পুজোর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই পুজোর সূচনা করেন। এবার এদের শতবর্ষের পুজোর সূচনা যাতে মুখ্যমন্ত্রী করেন সেই অনুরোধ 'দিদি'কে করেছি। আজ খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেল। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, শিবপুর মন্দিরতলার পুজোর আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। আজ এদের শতবর্ষের খুঁটিপুজোর মাধ্যমে শারদোৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ক্লাবের সম্পাদক শোভনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবছর আমাদের পুজোর শতবর্ষ। আমাদের মণ্ডপে যে ভাবনা তুলে ধরা হবে তা হলো 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার'।

# শুভ রথযাত্রা মানবজাতির এক মিলনের ও সংহতির স্তর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জুলাই ঃ একথা অনস্বীকার্য শুভ রথযাত্রা মানবজাতির মধ্যে এক ঐক্য সংগতি ভালবাসার সুর ঝংকার নিয়ে আসে। বাংলার চারিদিকে সেই আবেগ এক আনন্দের অনুভূতি বিকাশের পথ। আমরা ভুলে থাকি সব দু ঃখ। সাধারণ ভাবে এ কথা প্রচলিত বারো মাসে তেরো পার্বন। শুভ রথযাত্রা তার মধ্যেই অন্যতম সংযোজন। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জাযগায .শুভ রথযাত্রার চোখে পড়ার মতন আরম্বরে পালিত হয়। হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে রথযাত্রার ইতিহাস তার মধ্যে শ্রীরামপুরের মাহেশের জৌলুস, ভক্তদের সমাবেশ চমক লাগে। একবার রথের রশি স্পর্শ করে পূর্ণ লাভের আশায় পালন করে সকলে। এরপর আসে হুগলির গুপ্তিপাড়ার রথ অন্যতম আকর্ষণ ,তাছাড়া পাঁশকুড়ার রথ উল্লেখযোগ্য, দশঘড়ার রথ, ভান্ডারহাটি হরিপাল জেঁজুর গোপীনগর বিভিন্ন জায়গায় রথযাত্রা ধুমধাম করেই পালিত হয়। নানা রকম খাবারের প্রসার চোখ লাগার মতো। এর মধ্যে পাপড় ভাজা বাদাম ভাজা জিলিপির জুড়ে মেলা ভার, জিভে গজা সাথে যেটা না বললেই নয় তা হল আম কাঠালের ছড়াছড়ি। এসব পুরাতন ঐতিহ্যের মাঝে চলে ধর্মীয় সংস্কৃতির এক অপরূপ মেলবন্ধন। বাতাসা ছড়ানো,রাতে কীর্তন দলের ভক্তি রসের ফলে আলাদা একটা আবেগ ভক্তরা মেতে ওঠে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে, ভগবান জগন্নাথ দেব বলরাম ও সুভদ্রার রথে চড়ে মাসির বাড়ি ভ্রমণ যাত্রা। সেকালে রথে এক পয়সার ভেঁপু বাঁশি কিনে এই প্রতিবেদক কিশোর বযসে গ্রামের বাড়িতে অদূরে শুভ রথযাত্রার অভিপ্রায় চার মাইল পাঁচ মাইল কখনো হেঁটে কখনো আবার সাইকেলের চেপে ঐতিহ্যপূর্ণ পৌঁছেছি রথের মেলায়। সে এক অন্যরকম একটা আবেগ মনের মধ্যে স্থান নিত। বিনয় সিংহ।

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O. – Raghunathganj , Dist.- Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

NIeT No: MAD/ULB/JM/MDW/NIeT2/24-25 (1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, P.O. – Raghunathganj, Dist. – Murshidabad from the eligible contractors for 01 No Construction of Community Hall with in Jangipur Municipal Area & 05 Nos Construction of Additional Class Room (ACR), 05 Nos Construction of ICDS Centre with in Jangipur Municipal Area, Tender ID: 2024_MAD_706290_1, Tender ID: 2024_MAD_706303_1 to 10, Publish Date: 08/07/2024 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 08/07/2024 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 23/07/2024 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Chairman**
**Jangipur Municipality**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O. — Raghunathganj, Dist.- Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

NIeT No: MAD/ULB/JM/15 th FC/ NIeT2/ 24-25 (1s t Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, P.O. Raghunathganj, Dist. — Murshidabad from the eligible contractors for 03 Nos. Supply and delivery of DI Pipe (K7) including all Fittings, Laying of DI Pipe (K-7) and Road Restoration (Bituminous & Concrete, Tender ID: 2024_MAD_707693_1 to 3, Publish Date: 08.07.2024 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 08.07.2024 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 30.07.2024 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Chairman**
**Jangipur Municipality**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O. — Raghunathganj, Dist.- Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

NIeT No: MAD/ULB/JM/Conv/NIeQ1/24-25 (1stCall), e-Quotation are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, P.O. – Raghunathganj, Dist. – Murshidabad from the eligible Supplier for Different type of Plumbing Materials due to Installation Tube Well, Hand Cart ( New) and Segregated Hand Cart within Jangipur Municipal area for items work under Jangipur Municipality, Tender ID: 2024_MAD_708698_1, Publish Date: 08/07/2024 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 08/07/2024 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 18/07/2024 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Chairman**
**Jangipur Municipality**

**Govt. of West Bengal PWD**
**Short NIQ Ref No**
**:WBPWD/ AE/ RESD/NIQ-11/ 2024-25**

Sealed bids are hereby invited for **Construction of temporary sheds/ accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation Centre i.e. infrastructural & Logistic support for CAPF Coy. ICW ensuing Bye-Election to 35 Raiganj.— Electrical works — at different location as per Annexure-I"** by Raiganj Electrical Sub-Division Karnajora, Uttar Dinajpur–733130from bonafide bidders. Application start Date.**07.07.2024** Last date and time for receiving application: **08.07.2024**up to 3 P.M. Details information of NIQ, BOQ, & tender document may be downloaded from Departmental Web Site Corrigendum if any, will be published in website only.

Sd/-
Assistant Engineer
Raiganj Electrical Sub-Division,PWD

**SUSUNIA GRAM PANCHAYAT**
**Monteswar Panchayat Samity, Panbaraya, Purba Bardhaman**
**e-TENDER NOTICE**

Online bids are invited for the year 2024-25 from the bonafied contractors for listed work under 15th F.C. (Tied) and 15th F.C (United) in respect of NIT no-206/ SUSU/2024, 207/SUSU/2024, 208/SUSU/2024, 209/SUSU/ 20204 Dated: 04.07.2024. Last date of paper submission on 16.07.2024 for detail information contact to the undersigned.

**Sd/-**
**Pradhan**
**Susunia Gram Panchayet**

**CENTURY EXTRUSIONS LIMITED**
**CIN: L27203WB1988PLC043705**
**Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016**
**Website: www.centuryextrusions.com E-mail: secretary@centuryextrusions.com**

**NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING**

1. Notice is hereby given that the Thirty-Sixth (36th) Annual General Meeting of the Members of Century Extrusions Limited will be convened on **Friday, the 09th day of August, 2024 at 10:30 A.M.** Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es) as set out in the notice calling the AGM, without the physical presence of the Members at the AGM Venue. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 03rd day of August, 2024 to 09th day of August, 2024, (both days inclusive).
2. The Notice of the 36th AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended 31st March, 2024 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely CB Management Services (P) Ltd. ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 36th AGM of the Company through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility only. The instructions for joining the 36th AGM of the Company and the manner of participation in the remote electronic voting system or casting vote through the e-voting system during the 36th AGM of the Company will be provided in the Notice of the 36th AGM. Members participating through the ("VC/OAVM") facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 36th AGM and the Annual Report of the company for the financial year ended 31st March, 2024 will also be available on website of the company, viz, **www.centuryextrusions.com** and the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and, Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing our remote electronic voting at **www.evotingindia.com**.
3. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the company/Company's RTA, can get the same registered and obtain notice of the 36th AGM of the company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2024 and/or login details for joining the 36th AGM of the Company through ("VC/OAVM") facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the email to the company's RTA's email id; **rta@cbmsl.com**;

a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and complete Address;
b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Voter Id Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the company.

4. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participants.

The aforementioned information in being issued for the information and benefit of all the members of the company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

Place : Kolkata
Date : 08.07.2024

For **Century Extrusions Limited**
**Rajan Singh**
**Company Secretary**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil)/BR-VI, KMC** invites tender online item rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/BR-VI/060/005/2024-2025/D**
Name of the Work : **Restoration of I.P. footpath and passage at 28, Beniapara Lane, 24 Gorachand Lane, 36 Linton Street and its adjacent area in Ward No. 60**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,50,699.00;** Earnest Money : **Rs. 9,100.00**; Period of Completion : **30 Days**;

**(2) NIT No.: KMC/BR-VI/060/006/2024-2025/D**
Name of the Work : **Restoration of I.P. footpath and passage and relaying of Kerbs and Channels at 18 Linton Street, 3 Anjuman Road, 46 Gorachand Road, 6 Crematorium Street and adjacent area in Ward No. 60**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,88,188.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

**(3) NIT No.: KMC/BR-VI/060/038/2023-2024/D**
Name of the Work : **Restoration of paver block footpath at both side of Dr. Sundary Mohan Avenue & I.P. passages at Gorachand Lane, Linton Street, Beniapara Lane and adjacent area in Ward No. 60**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,10,805.00;** Earnest Money : **Rs. 8,300.00**; Period of Completion : **30 Days**;

**(4) NIT No.: KMC/BR-VI/061/011/2024-2025/R**
Name of the Work : **Repairing of damaged drainage system at 185 A.J.C. Bose Road in Ward No. 61**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,51,537.00;** Earnest Money : **Rs. 7,100.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **20.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); Tender opened on **22.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 at 6 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4)**;** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

**The Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/001/2024-2025/D**
Name of the Work : **Restoration of disturbed paver block and I.P. footpath at 200A SPM Road, 63/1A P.D. Road, 95, 96 T.G. Road etc. in Ward No. 88, disturbed by CESC and Natural Wear and Tear**; Estimated Cost : **Rs. 4,13,637.99** (including GST & CESS)**;** Earnest Money : **Rs. 8,300.00**; Period of Completion : **45 Days**;

**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/084/02/2024-2025/D**
Name of the Work : **Restoration of paver block & I.P.S footpath at 18A/1A, 16D M.P. Road & 1/34B Prince Golam Mohd Road and other different places in Ward No. 84 disturbed by CESC and Natural Wear & Tear**; Estimated Cost : **Rs. 2,67,853.33** (including GST & CESS)**;** Earnest Money : **Rs. 5,400.00**; Period of Completion : **60 Days**;

**(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/087/06/2024-2025/R**
Name of the Work : **Removal of chokage by constructing SICP, C.P & allied civil works near 82A R. Behari Avenue, 35B S. Shankar Road etc. in Ward No. 87**; Estimated Cost : **Rs. 1,99,656.91** (including GST & CESS)**;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

**(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/08/2024-2025/D**
Name of the Work : **Restoration of paver block & I.P.S. footpaths/ passages at 238 Kalighat Road, 180/1 Kalighat Road etc. in Ward No. 83**; Estimated Cost : **Rs. 1,99,470.14** (including GST & CESS)**;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

**(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/05/2024-2025/R**
Name of the Work : **Repairing of M.H., G.P., C.P. etc. and removal of chokage at 144, 165, K. G. Road, 12, 13/1 M. P. Lane etc. in Ward No. 83**; Estimated Cost : **Rs. 4,49,537.34** (including GST & CESS)**;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **18.07.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1), **20.07.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 2 to 5); Date of opening of tender : **20.07.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1), **22.07.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 2 to 5); The bid forms and other details are available on and from **09.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1), **10.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2 to 5)**;** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 5)

**The Executive Engineer (Civil)/Borough-XI, KMC** invites item rate tenders in two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EEC/XI/113/PUMP/2024-2025/R (2nd Call)**
Name of the Work : **Supplying, installation & operation of 3" dia. portable pumps at different water logging pockets of Ward No. 113**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. on actual basis, amount to be quoted - (a) for working hours & (b) for idle hours;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00 (final EMD @ 2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**; Time of Completion : **132 Days**;

**(2) NIT No.: KMC/EEC/XI/111/PUMP/2024-2025/R (2nd Call)**
Name of the Work : **Supplying, installation & operation of 3" dia. portable pumps at different water logging pockets of Ward No. 111**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. on actual basis, amount to be quoted - (a) for working hours & (b) for idle hours;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00 (final EMD @ 2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**; Time of Completion : **132 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **19.07.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); Date and Time of Opening of Bid : **22.07.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **10.07.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2)**;** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

**The Executive Engineer (Civil)/Borough-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:

**NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/012/2024-2025/R/P&S**
Name of the Work : **Annual maintenance of road side park beside Marathon Ltd. adjacent to Ward No. 133, BR-XV**; Estimated Cost : **Rs. 3,99,888.84** (including GST & CESS) **;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **240 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **18.07.2024 at 11 a.m.**; Date and Time of Opening of Tender : **20.07.2024 at 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **09.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**187/24-25**

## ফ্যাশন- রূপচর্চা

# আম্বানিদের বাড়িতে মামাদের উপহার উৎসব

১২ জুলাই বিয়ের চূড়ান্ত আয়োজনের আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আরও একটি প্রিওয়েডিং বা প্রাক্-বিয়ে। জামনগরে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ দিনের প্রথম প্রিওয়েডিং। এরপর ইতালিতে সমুদ্রযাত্রা মিলিয়ে হলো তিন দিনের দ্বিতীয় প্রিওয়েডিং। এবার অনুষ্ঠিত হলো 'মামিরু সিরিমনি' বা মামা উৎসব। গুজরাটি সংস্কৃতি অনুসারে এদিন কনের মামারা কনেকে উপহার দেন। তবে এ আয়োজন হয়েছে আম্বানিদের ২৭ তলার বিলাসবহুল ভবন 'অ্যান্টালিয়া'য়। সেখানে অতিথি হিসেবে যোগ দেন বলিউড তারকাদের অনেকেই। এই অনুষ্ঠানে আগত বলিউড তারকারাও থিমের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী পোশাকশাড়ি, লেহেঙ্গা। সেখানে উঠে আসছে কমলা, রানি গোলাপী, সোনালির মতো চনমনে রঙ। আশীর্বাদ ও উপহার গ্রহণ শেষে সবাই উপভোগ করেছেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উৎসবে গুজরাটি ব্যবসায়ীর কন্যা রাধিকা মার্চেন্টের পরনে ছিল মনীশ মালহোত্রার নকশা করা কাস্টম মেড জমকালো লেহেঙ্গাচোলি। গুজরাটি ঐতিহ্যবাহী লেহেঙ্গাতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে ক্ল্যাসিক এমব্রয়ডারি আর সোনার জরিতে জারদৌসির কাজ।

লেহেঙ্গার পাড় আর ওড়নার আঁচলে ফুটে উঠেছে দুর্গার শ্লোক আর পৌরাণিক কল্পকাহিনি। ঘাগড়াটি তৈরি হয়েছে ৩৫ মিটার কাপড়েরাধিকা এদিন পরেছিলেন। তাঁর মায়ের গয়না রাধিকাকে সাজিয়েছেন বলিউডের নামকরা স্টাইলিস্ট। ফ্যাশন ডিজাইনার রিয়া কাপুর ইশা আম্বানির পরনে ছিল সোনালি জরির কাজ করা অরগ্যাঞ্জাসিল্ক রাফলড শাড়ি। ইশার শাড়িটির নকশা করেছেন অর্পিতা মেহতা। স্টাইল করেছেন অনিতা শ্রফ আদাজানিয়া। নীতা আম্বানির পরনে ছিল আবু জানি- সন্দ্বীপ খোসলার নকশা করা রানি গোলাপি রঙের চুনরি শাড়ি। আম্বানি বাড়ির বড় পুত্রবধূ শ্লোকা মেহতার পরনেও ছিল কমলা, গোলাপি, সোনালি রঙের জমকালো একটা লেহেঙ্গা। চোলি মানুষি ছিল্লার দেখা দেন কমলা রঙের চুমকির কাজ করা একটি জমকালো শাড়িতে। জাহ্নবী কাপুরও দেখা দেন একটি লেহেঙ্গাচোলিতে। সঙ্গী হয়েছিলেন প্রেমিক শিখর পাহারিয়া

## রথযাত্রা উপলক্ষে বৃক্ষরোপন

**দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ,৭ জুলাইঃ** রথযাত্রা উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ সুন্দরবনে। বৃক্ষরোপণ এর মধ্য দিয়ে রথযাত্রার শুভ সূচনা হলো সুন্দরবনে। একটি গাছ একটি প্রাণ। ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে রথযাত্রার দিনে বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ সন্দেশখালীর খুলনা রথযাত্রা কমিটি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের যে অবদানের কথা সাধারন মানুষকে অবগত করাতে এই পরিকল্পনা রথযাত্রা কমিটির। ডক্টর প্রকাশ মল্লিকের উদ্যোগ এদিন চারা গাছ গুলি লাগানো হয়।

## প্লাস্টিক কারখানায় আগুন

**কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ** আনন্দপুর থানা এলাকার চৌবাগায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। রবিবার বিকালে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে কারখানা। এরইমধ্যে প্রাণ বাঁচাতে পাশের একটি বাড়ির দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন এক যুবক। গুরুতর আহত হন তিনি। মূলত প্লাস্টিকের সামগ্রীতে ঠাসা ছিল এই কারখানা। এদিকে চারপাশে বাড়ি। জনবসতি এলাকা হওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। যেখানে আগুন লাগে, তিনদিক থেকে তা ঘিরে দমকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১১টি ইঞ্জিন। নামানো হয় ড্রোনও। তবে একেবারে ঘিঞ্জি এলাকা।


**Name Change**
I Aungsuman Majumder S/O Ramkrishna Majumdar residing at Nabo Baisali Saroni, Dhalua, Rajpur Sonarpur, P.S.-Narendrapur, Kolkata -700152, South 24 Pargana, West Bengal, shall henceforth be known as Angshuman Majumdar as declared before The 1st class Judicial Magistrate, before The Court of Ld.1st class Judicial Magistrate at Baruipur Kolkata -700144, South 24 Pargana, W.B, vide affidavit no. 95AB 085331 dated 01.04.2024, ANGSHUMAN MAJUMDAR and AUNGSUMAN MAJUMDER both are same and identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) ALIM SK S/o- LOHARI SK, Residing at, Vill- Khosbaspur, Post- Khosbaspur, Ps- Kamdi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ALIM SK To ABDUL ALIM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL ALIM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, ABDUL ALIM and ALIM SK both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) RAMJAN ALI S/o- JAN MAHAMMAD MANDAL, Residing at, Vill- Kartikerpara, Post- Babaltali, Ps- Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742308, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAMJAN ALI To RAMJAN ALI MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAMJAN ALI MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, RAMJAN ALI MANDAL and RAMJAN ALI both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) ALIM ALI SHAIKH S/o- BALAI SHAIKH, Residing at, Vill- Pathuria Hindupara, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ALIM ALI SHAIKH To ALIM SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ALIM SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, ALIM SHAIKH and ALIM ALI SHAIKH both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) KAMAL PASA S/o- RAMJAN ALI MANDAL, Residing at, Vill- Kartikerpara, Post- Babaltali, Ps- Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742308, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAMAL PASA To KAMAL PASHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KAMAL PASHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, KAMAL PASHA and KAMAL PASA both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) TOHAMINA CHOWDHURY W/o- MD JAHIDUR RAHAMAN CHOWDHIRY, Residing at, Vill- Thanapara, Po- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TOHAMINA CHOWDHURY To TAHAMINA CHOWDHURY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TAHAMINA CHOWDHURY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, TAHAMINA CHOWDHURY and TOHAMINA CHOWDHURY both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) SOHIDUL SK S/o- KISMAT ALI, Residing at, Vill- Parbatipur, Post- Purandrapur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SOHIDUL SK To SAHIDUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHIDUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SAHIDUL ISLAM and SOHIDUL SK both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) SUJIT BOSU S/o- SARAJIT BOSU, Residing at, Vill- Rahamatpur, Post- Sukanta colony, Ps- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUJIT BOSU To SUJIT BASU (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUJIT BASU in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SUJIT BASU and SUJIT BOSU both are Same and one identical person.


> এক চুমুকেই শরীরমন দুটোই চাঙা করে কফি। আপনি কফি খান না? তাহলে মুখে লাগান! সৌন্দর্যচর্চার উপাদান হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই বেশ জনপ্রিয় কফি। নামীদামি প্রসাধনীতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কফি। কেননা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উৎস কফি। এ ছাড়া এতে থাকা ভিটামিন ও অম্লীয় উপাদান ত্বক ও চুলের যত্নে অনন্য। দিনভর বাইরে থাকার কারণে ত্বকে দেখা দেয় নানা রকম দূষণ। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণও হতে পারে। এর কোনোটাই ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে না, যদি আপনার ত্বকে থাকে কফির সুরক্ষিত দেয়াল। রূপবিশেষজ্ঞ বলেন, কফির মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের স্তরে জমে থাকা ধুলাবালু পরিষ্কার করে ফেলে। সেই সঙ্গে এতে থাকা অম্লীয় উপাদান ত্বকের বন্ধ হয়ে যাওয়া রোমকূপের মুখ খুলে দেয়, ফলে ত্বকও হয়ে উঠে মসৃণ।

## সৌন্দর্যচর্চার উপাদান হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই বেশ জনপ্রিয় কফি

**কফির স্ক্রাবার**

বাটিতে সমপরিমাণ কফি ও চিনি মিশিয়ে নিন। সঙ্গে মেশান লেবুর রস। কফি ও চিনি পুরোপুরি গলবে না। এবার এই মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে পাঁচ মিনিট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর পরিষ্কার ঠান্ডা জল দিয়ে ত্বক ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুই দিন ব্যবহারে ত্বকের মরা কোষ দূর হবে এবং ত্বকও সতেজ থাকবে।

**কফি দিয়ে মাস্ক**

আধা কাপ কফির সঙ্গে আধা কাপ কোকো পাউডার মিশিয়ে নিন। ১ কাপ দুধ, ১ টেবিল চামচ লেবুর রস ও মধু নিন। মধু এখানে ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করবে। লেবুর রস ও দুধ আপনার ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে। পরিষ্কার ত্বকে মিশ্রণটি লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। শুকিয়ে এলে উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন ব্যবহার করুন এই মাস্ক।

**কফির ফেসপ্যাক**

১ টেবিল চামচ মধু ও ১ চা-চামচ কফি বাটিতে নিয়ে ভালো করে মেশান। এবার মুখে লাগিয়ে ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। অল্প শুকনা থাকতেই মালিশ করে করে তুলে নিন। পরে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। রাতে মধু ও কফির প্যাক ব্যবহার করলে সারা দিন ত্বক থাকবে সতেজ।

**প্রাকৃতিক কন্ডিশনার**

চুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তুলতে কফির পেস্ট লাগাতে পারেন। এই পেস্ট তৈরি করতে দরকার হবে কফিগুঁড়া এবং পরিমাণমতো জল। চুলে শ্যাম্পু করার পর জল দিয়ে কফি পেস্ট চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। চুলকে উজ্জ্বল করার পাশাপাশি এটি চুলে কফির রং নিয়ে আসবে। এ ছাড়া চুলে কন্ডিশনারের সঙ্গে ১ বা ২ চা-চামচ কফিগুঁড়া মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

**চোখের নিচে কালো দাগ দূর করতে কফি**

পান করার পর কফির দানাগুলো ফেলে না দিয়ে ঠান্ডা করে চোখের চারপাশে লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ১ চা-চামচ কফিগুঁড়া, ১ চা-চামচ মধু ও কয়েক ফোঁটা ভিটামিন ই তেল (ক্যাপসুল আকারে কিনতে পাওয়া যায়) মিশিয়ে চোখের চারপাশে ঘষুন। ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

**কফির বডি স্ক্রাবার**

কফি দিয়ে বডি স্ক্রাব বানানো খুব সহজ। ১ টেবিল চামচ কফির গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ নারকেল তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। গোসলের আগে ভেজা ত্বকে লাগান। ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনার ত্বকের ওপর স্ক্রাব করুন। বিশেষ করে হাতের কনুই, হাঁটু, কাঁধে ভালোভাবে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগান। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। শুকনা তোয়ালে দিয়ে আলতো করে চেপে চেপে মুছুন। এই বডি স্ক্রাবার ব্যবহারের পর বাড়তি লোশনের প্রয়োজন নেই। কেননা, নারকেল তেলই আপনার ত্বককে আর্দ্র করে তুলবে। সপ্তাহে দুবার ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া ত্বকের বাড়তি মেদ কমানো, খুশকি রোধ, চুলের গোড়া শক্ত করে তোলা, রোদে পোড়া দাগ কমাতে এবং ত্বক উজ্জ্বল করতে কফির বিকল্প নেই।

## ক্লোরোফর্ম দিয়ে অচৈতন্য করে, আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা রজতপুরে

**দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ জুলাইঃ** পরকীয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভাশুরের পরিবারকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে এলো পুলিশি তদন্তে। রবিবার বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিসে জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে গোটা ঘটনা জানান। অভিযুক্ত স্মৃতি বিবি অর্থাৎ মৃত আব্দুল আলিমের ভাতৃবধূকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি, অপর অভিযুক্ত হাতুড়ে চিকিৎসক সফিকুল ইসলামকে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানা থেকে গ্রেফতার করা হয়। মৃত আব্দুল আলিমের খুড়তুতো আকবর আলির অভিযোগের ভিত্তিতে বোলপুর থানা একটি খুনের মামলা রুজু করেছে। জেলা পুলিশ সুপার বলেন, মৃত আব্দুল আলিম, রূপা বিবি, ভাতৃবধু স্মৃতি বিবি এবং পাশের গ্রামের হাতুড়ে চিকিৎসক সফিকুল ইসলাম ওরফে চন্দনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তার ফল স্বরূপ প্রতিশোধ নিতেই এবং তাদের পথের কাঁটা দূর করতে অভিযুক্তরা পরিকল্পনা মাফিক ঠাণ্ডা মাথায় এই ঘৃণ্য অপরাধ ঘটায়। দুই অভিযুক্তকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে পুলিশ। তা থেকে এবং তাদের স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারা যায় যে, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় অভিযুক্ত সফিকুল ইসলাম মৃত পরিবারের সাথে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একটি বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কথা বলতে যান। উদ্দেশ্য ছিল ঘটনার আগে আরেকবার বাড়িটি দেখে আসা। আগে থেকেই অভিযুক্তরা খুনের ছক কষে রেখেছিল। সেই মোতাবেক সমস্ত উপকরণ বাড়িতে মজুদ করে রেখেছিল। হাতুড়ে চিকিৎসক হিসেবে সফিকুলের পক্ষে ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করা সহজ ছিল। ক্লোরোফর্মের কন্টেইনার রাখা ছিল স্মৃতি বিবির বাড়িতে। সফিকুল স্মৃতি বিবিকে বলেছিল ক্লোরোফর্ম কন্টেইনার নিয়ে যেতে। বাদ বাকি লাঠি স্টিক, ন্যাকড়া, বালতি, স্টিক ও পেট্রোল সফিকুল ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। স্মৃতি বিবি আগে থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। যাতে করে ডাকাডাকিতে কারো সন্দেহ হয়। সফিকুল আসামাত্র তারা নিজ নিজ উপকরণ নিয়ে মৃতর পরিবারের একটি খোলা জানালার কাছে হাজির হয়। জারিকেন থেকে ঘরের ভিতরে পেট্রোল ঢালা অসুবিধা হওয়াই, বালতিতে পেট্রোল ঢালা হয়। স্মৃতি বিবির উচ্চতা কম হওয়াই, সে পেট্রোল ঢালতে পারে নি। তারপর সফিকুল ঘরের ভেতরে পেট্রোল ঢালে। তার আগে ঘরের মধ্যে ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তাদের অচৈতন্য করে ঘরের মধ্যে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানো হয়। মৃত পরিবার ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু একটি জানালা খোলা রেখেছিল। সেখান দিয়ে গোটা অপারেশন চালায় অভিযুক্তরা। অচৈতন্য অবস্থায় সত্তর থেকে আশি শতাংশ পুড়ে যাওয়ার পর, তাদের আগুনের অনুভূতি এলেও মৃতর পরিবারের কিছু করার ছিল না, বলে পুলিশের অনুমান। অন্যদিকে, মৃতর ঘরের মধ্যে পেট্রোল ঢালার সময় কিছুটা পেট্রোল জানালার বাইরের অংশে পড়ে যায়। তারফলে আগুন জ্বালাবার সময় সফিকুলের গায়েও কিছুটা আগুন লাগে। তারফলে সামান্য ক্ষত হয়। যেটা সে স্বীকার করেছে এবং তার মেডিক্যাল এক্সামিনেশন হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার জানান, আবার মুখোমুখি বসিয়ে অভিযুক্তদের জেরা করা হবে। ঘটনার বিনির্মাণ হবে। অন্য কেউ অভিযুক্ত থাকলে, তাদের কেউ গ্রেফতার করা হবে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ফিস্টের পর খাওয়া দাওয়া করে একতলা ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন শেখ আব্দুল আলীম (৪৫), স্ত্রী রূপা বিবি (৩৭) সহ শিশুপুত্র ছোট ছেলে আয়ান শেখ (৪)। খোলা ছিল ঘরের জানালা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অভিযুক্তরা এমন নৃশংস ঘটনা ঘটায়।


**Name Change**
I, (Old Name) SHYAMAL KUMAR PAUL S/o- LATE GOUR CHANDRA PAUL, Residing at, Vill- Bachhamari, Post- Bachhamari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SHYAMAL KUMAR PAUL To SHYAMAL PAUL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHYAMAL PAUL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SHYAMAL PAUL and SHYAMAL KUMAR PAUL both are Same and one identical person.

**Name Change**
I GEETA SHAW & GITA JAISWAL, W/O SUBHAS CHANDRA SHAW, R/O BL-G 2ND FLOOR, FL 201, SAHAPARA DESHBANDHU NAGAR, KOLKATA -700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GITA DEVI SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT GEETA SHAW & GITA JAISWAL AND GITA DEVI SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, (Old Name) SUBHANKAR DAS S/o- LATE SUBRATA KUMAR DAS, Residing at, Vill- K.J Sanyal road, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBHANKAR DAS To SHUBHANKAR DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHUBHANKAR DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SHUBHANKAR DAS and SUBHANKAR DAS both are Same and one identical person.

**Name Change**
I SUBHAS SHAW & SUBHASH CHAND JAISWAL, S/O NAND LAL SHAW, R/O BL-G 2ND FLOOR FL 202, SAHAPARA, DESHBANDHU NAGAR, KOLKATA - 700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHAS CHANDRA SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT SUBHAS SHAW & SUBHASH CHAND JAISWAL AND SUBHAS CHANDRA SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, (Old Name) DIPAK KUMAR HAZARI S/o- LATE KALACHAND HAZARI, Residing at, Vill- Kayasthapara jadupur, Post- jadupur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732212, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DIPAK KUMAR HAZARI To DIPAK KUMAR HAJARI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DIPAK KUMAR HAJARI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, DIPAK KUMAR HAJARI and DIPAK KUMAR HAZARI both are Same and one identical person.

**Name Change**
I SEIKH ASADUR RAHMAN, S/O SK AMJAD ALI, R/O 6/4R, RANI RASHMANI GARDEN LANE, PS TANGRA, KOLKATA -700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ASADUR RAHMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT SEIKH ASADUR RAHMAN AND SK ASADUR RAHMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, (Old Name) MD SETABUDDIN S/o- LATE MD FAJLUR RAHAMAN, Residing at, Vill- Shershahi rannu chak, Post- Shershahi, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD SETABUDDIN To MD SETABUDDIN MOMIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SETABUDDIN MOMIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MD SETABUDDIN MOMIN and MD SETABUDDIN both are Same and one identical person.

**Name Change**
I TARIQUE NADIM, S/O MOHAMMED FAKHRUDDIN, R/O 29, KUSTIA ROAD, TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARIQUE NADEEM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT TARIQUE NADIM AND TARIQUE NADEEM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Mustakin Sk (পুরাতন নাম) পিতা - Sataraddin Sekh, ঠিকানা- Fingadhauri, Rashkhali, Mestakhali, South 24 Parganas, Pin- 743503, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mostakin Sekh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mostakin Sekh (নতুন নাম) এবং Mustakin S (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I ,SK ASADUR RAHMAN, R/O 6/4R, RANI RASHMANI GARDEN LANE, PS TANGRA, KOLKATA -700015, WEST BENGAL, DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON SEIKH MINHAJ RAHMAN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MINHAJ RAHMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT SEIKH MINHAJ RAHMAN AND SK MINHAJ RAHMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Srabani Kirtaniy (পুরাতন নাম) স্বামী Miltan Mistry, ঠিকানা- Bidyadhari Pally, P.O.- Bansra, P.S.- Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Srabani Mistry Kirtaniya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Srabani Mistry Kirtaniya (নতুন নাম) এবং Srabani Kirtaniya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I AZMIRA KHATUN BIBI, W/O SK RABIUL ULLA, R/O MANDARMONI COASTAL, PO SILAMPUR, EAST MEDINIPUR, PIN-721455, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZMIRA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT AZMIRA BIBI AND AZMIRA KHATUN BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Sahid Hussain (পুরাতন নাম) পিতা Pir Mohammad, ঠিকানা- 29/A/H/40, Palm Avenue, P.O.-Ballygunge, Kolkata- 700019, P.S.- Karaya, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shahid Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shahid Hossai (নতুন নাম) এবং Sahid Hussain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I SHABANA KHAN, W/O MD SHAMSHUL ALAM KHAN, R/O 53D, TILJALA ROAD, MAQSOOD HOUSE, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABANA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT SHABANA KHAN AND SABANA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Abdul Hamid (পুরাতন নাম) পিতা Chattar Mondal, ঠিকানা- Vill.- Rajalipur, P.O.- Kachua, P.S.-Matia, Dist- North 24 Pgs, West Bengal, India, বসিরহাট কোর্ট এর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, Dated 10.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hamid Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hamid Mondal (নতুন নাম) এবং Abdul Hamid (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I MOHAMMED SHAMSHUL ALAM KHAN & SHAMSHUL ALAM KHAN, S/O MAQSOOD ALAM KHAN, R/O 53D, TILJALA ROAD, MAQSOOD HOUSE, KOLKATA - 700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SHAMSHUL ALAM KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT MOHAMMED SHAMSHUL ALAM KHAN & SHAMSHUL ALAM KHAN AND MD SHAMSHUL ALAM KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON


## রোজা রেলওয়ে স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিঙের জন্য ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

**মালিগাঁও, ০৭ জুলাই ঃ** ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নর্দার্ন রেলওয়ের রোজা রেলওয়ে স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিঙের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রি-নন-ইন্টারলকিং এবং নন- ইন্টারলকিঙের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচল বাতিলপথ পরিবর্তনসময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ। ২৯ জুলাই এবং ০২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৩ (ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড়) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ৩১ জুলাই এবং ০৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ২৯ জুলাই থেকে ০১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৯ (ডিব্রুগড়-লালগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ০১ থেকে ০৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড়-ডিব্রুগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ৩১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৩ (গুয়াহাটি-জম্মু তাওয়াই) অমরনাথ এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ০২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৪ (জম্মু তাওয়াই-গুয়াহাটি) অমরনাথ এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

২৪, ৩১ জুলাই এবং ০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৪০৭ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর) কর্মভূমি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

১৯, ২৬ জুলাই এবং ০২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৪০৮ (অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি) কর্মভূমি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ২১ এবং ২৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৫ (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ২৪ এবং ৩১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৬ (শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ২৬ জুলাই এবং ০২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬২৪ (কামাখ্যা-ভগত কি কোঠি) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ৩০ জুলাই এবং ০৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬২৩ (ভগত কি কোঠি-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

**ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ** ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৪ (নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস গাজিয়াবাদ-কানপুর সেন্ট্রাল-লখনউ হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

২৫ জুলাই এবং ০১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬২১ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেস সীতাপুর-পিলিভিট-বেরেলী সিটি-রামগঙ্গা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

২৭ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬২২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস রামগঙ্গা-বেরেলী সিটি-পিলিভিট-সীতাপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

**ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ঃ** ০৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৪ (নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেসের সময় ১১.২৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২.৪০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৬ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেসের সময় ১১.২৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২.৪০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

## পানীয় জল সমস্যা, বিক্ষোভ মহিলাদের

**দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ,৭ জুলাইঃ** হিঙ্গলগঞ্জের রূপামারি গ্রামপঞ্চায়েতের কুমিরমারি এলাকার ঘটনা। রবিবার পানীয় জলের দাবিতে হাড়ি কলসি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের দাবিপাঁচ থেকে সাত বছর হয়ে গেছে এই কুমিরমারি এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা চলছে। গ্রামের কোথাও কোথাও কল আছে কিন্তু জল নেই। পানীয় জল আনতে নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হয়। নদী পারাপার করে জল আনতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলেও পরতে হয়। কিন্তু তবুও যেহেতু পানীয় জলের দরকার তাই অগত্যা নদী পার হয়ে যেতে হয়। তাদের কথায় আমফানের পর থেকে নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে নোনা জল ঢুকে প্রতিটি পুকুর জলাশয়ের জল নোনা হয়ে গেছেজ। সেটা ব্যবহার যোগ্য নেই। তবুও স্নান এবং অন্যান্য কাজে কষ্ট করে এলাকার মানুষ ব্যবহার করে। কিন্তু পানীয় জল আনতে যেতে হয় দূরে নদী পার হয়ে। এলাকার মানুষ বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়ককে তাদের এই দুর্দশার কথা জানিয়েছেন বলেই দাবি তাদের।

## অল্পের জন্য রক্ষা পেল বাড়ির তিনজন

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ অল্পের জন্য রক্ষা পেল বাড়ির তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি মহকুমার বারঘরিয়া অঞ্চলের কদমতলা বাজারের বিদ্যা শ্রম দিব্য জ্যোতি বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় এর মাঠের উল্টোদিকে জানা যায় অনুমানিক রাত বারোটার মতো ঘুমন্ত অবস্থায় বিকট আওয়াজ এর শব্দ পান সেই শব্দ পেয়ে চমকে উঠে পরিবারের মালিক তিনি দেখতে পান মাথার উপরে বড় গাছের গুড়ি পড়ে রয়েছে তারপর চিৎকার চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন এসে জানালা দিয়ে তাদের তিনজনকে টেনে বাহির করে যদিও তিনজনের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন একেই বলে রাখে হরি মারে কে কিন্তু তিনটি ঘরের মধ্যে শোয়ার ঘরটি চুরমার হয়েছে। বাকি দুটি ঘর টাল পড়ে ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাস্থলে সকাল থেকে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় বারঘরিয়া অঞ্চলের সভাপতি কবেন্দ্র সরকার বলেন আমরা দেখছি কতদূর কি করা যায় আমরা পরিবারের পাশেই রয়েছি।

## মহা ধুমধামে রথযাত্রা উৎসব পালিত হল জটেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই ঃ মহা ধুমধামে রথযাত্রা উৎসব পালিত হল জটেশ্বরে। এবারও রথযাত্রায় মেতেছে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরবাসী। রবিবার ফালাকাটার জটেশ্বরের উদ্দীপনার মধ্যে চলছে রথযাত্রা। এদিন রথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে জটেশ্বর বাজার এলাকায় বসে রথের মেলা। জানা গিয়েছে, জটেশ্বরের রথযাত্রা ঘিরে প্রতিবছর ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত রথের দড়ি টানতে হাজির হন। রথযাত্রা ঘিরে জমে ওঠে মেলাও। জটেশ্বরে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রথযাত্রা পালিত হয়। অন্যদিকে আকাশ একটু পরিস্কার হতেই আজ দুপুর তিনটার পর রথ দেখতে কয়েক হাজার ভক্তদের ভিড় জলপাইগুড়িতে। মনে করা হয় দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণই পুরীতে জগন্নাথ দেবের রুপে অবস্থান করছেন। পুরীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রা। রথের দিন তিনটি পৃথক রথ সাজিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন জগন্নাথ ও বলরাম ও সুভদ্রা। এই রথযাত্রা দেখতে প্রতিবছরই লক্ষ লক্ষ ভিড় করে এখানে। রথ মানে চাকা সহ কাঠের তৈরি গাড়ি। রথ দরি দ্বারা চালিত হতে পারে বা ঘোড়া বা হাতের দাঁড়াও টানা হয়।

# একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ধুপগুড়ির একাধিক জায়গা

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন পরিস্থিতি একাধিক বাড়িতে। এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির উঠানে, ঘরেও ঢুকছে জল । পাশাপাশি পচা আলুর গন্ধে টেঁকা দায় পরিবারের। অভিযোগ এভাবেই যদি দীর্ঘদিন এই জল বাড়িতে থাকে তবে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বর্তমানে যেখানে আলুর শেট রয়েছে সেই জায়গায় একটি ছোট কালভার্ট ছিল কিন্তু আলুর সেট তৈরি করবার সময় সেটিকে বন্ধ করে দেওয়ায় আটকে যাচ্ছে জল। একাধিক বার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রধান সহ উপ প্রধানকে জানিয়েও হয়নি কাজ বলে অভিযোগ ধূপগুড়ির মাগুরমারির এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মাগুরমারির বাসিন্দা সুকুমার রায়ের। জানা গিয়েছে প্রতিবছর বর্ষা আসলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে পাড়ার কয়েকটি বাড়ি। বিষয়টি এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ উপ প্রধান জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা বিষয়টি কর্ণপাত করেনি এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীদের। এর পাশাপাশি বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটারের মধ্যেই রয়েছে আলুর শেট ।

সেখানকার পচা আলুর দুর্গন্ধ এবং নোংরা জল এসে বাড়িতে ঢুকছে। যার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। সুকুমার রায় বলেন দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছি। বারবার জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত সমস্যা সমাধান করুক। একদিকে এ বিষয়ে ধূপগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জয় প্রধান ফোন মারফত জানান বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি এবং এলাকার প্রধানকেও ফোন করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি । অন্যদিকে এলাকার প্রধান ও উপপ্রধানকে ফোন করলে ফোন তোলেনি তারা। এ বিষয়ে আলু শেটের মালিক কৃষ্ণনগর জানান আলু সেটি তৈরির চার বছর আগে সেই কালভার্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পচা আলু বাইরে ফেলা হয় না। তবে বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই গজিয়ে. উঠছে ছোট ছোট সেট, অনেক সময়ই এরকম অভিযোগ উঠে আসে। তবে কি আদৌ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে প্রশাসন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

# কোচবিহার-কলকাতা দূরত্ব কমতে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে রেলপথ চালুর দাবি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ জুলাই ঃ কোচবিহার থেকে কলকাতা যাতায়াতে বাংলাদেশের ভিতর লালমণিরহাট, রংপুর দিয়ে পুরোনো

রেলপথ ফের চালুর দাবিতে কোচবিহারের নতুন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া সরব হলেন। বিষয়টি তিনি শীঘ্রই সংসদে তুলবেন বলে জানা গিয়েছে। এই পথে রেল চালু হলে কোচবিহার থেকে কলকাতার দূরত্ব ছয়-সাত ঘণ্টা কমে যাবে বলে জানা যায়। সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনায় বিভিন্ন রেলপথ নিয়ে কথা হয়েছে। তবে তাতে এক সময় কোচবিহারের গিতালদহ থেকে বাংলাদেশ হয়ে কলকাতা যাওয়ার রেলপথ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এই অবস্থায় সাংসদ যে দাবি তুলেছেন তা বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। জগদীশবাবু বললেন, ‘ কোচবিহার থেকে বাংলাদেশ হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত রেলপথ চালুতে কোচবিহারবাসীর দীর্ঘদিন ধরেই দাবি রয়েছে। এক সময় এই রুটে রেল চলত। গিতালদহে একটি অফিসও রয়েছে। গিতালদহ থেকে রংপুর, লালমণিরহাট হয়ে কলকাতা পর্যন্ত এই রেলপথটাকে আমরা শিয়ালদা পর্যন্ত চালু করার চেষ্টা করছি। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে আমরা সংসদে আলোচনা করব।’ কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেলপথের প্রায় ৩৫০-৪০০ কিলোমিটার একটা সময় বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। এই রুট দিনহাটা, গিতালদহ হয়ে বাংলাদেশের মোগলহাট, লালমণিরহাট, কাউনিয়া, রংপুর, পার্বতীপুর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত চলে যেত। এই পথটির মোট দূরত্ব ছিল ৫২৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে কলকাতা থেকে পার্বতীপুরের দূরত্ব ছিল ৪০৬ কিলোমিটার। অপরদিকে কলকাতা থেকে রওনা হওয়া ট্রেনটি কাঁচরাপাড়া, রানাঘাট হয়ে দর্শনা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পার্বতীপুর হয়ে রংপুর, কাউনিয়া, লালমণিরহাট, মোগলহাট দিয়ে গিতালদহ, দিনহাটা হয়ে কোচবিহারে আসত। বহু বছর হল এই রুটটি বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেবব্রত চাকী বললেন, ‘ রেলপথ চালু হওয়া খুব জরুরি। এটি চালু হলে দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই, উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের সঙ্গেও উত্তরবঙ্গের মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।’ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় সাংসদ এই রেলপথ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার পাশাপাশি কোচবিহারে স্পোর্টস হাব নিয়ে বিজেপির ভূমিপুজোর প্রশ্ন তোলেন। ওই প্রকল্পের জন্য সত্যিই কোনও বরাদ্দ হয়েছিল কি না, হলেও সেই টাকা কোথায় গেল বলে প্রশ্ন তাঁর। এনিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রী।ামন্ত্রকের মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইবেন বলে জগদীশবাবু জানিয়েছেন।

## আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়ে সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই ঃ আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্তরে উন্নীত করার কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে। কিন্তু আজও তা হয়নি। তাতে পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। এখনও আলিপুরদুযার জেলার গবেষণা করতে ইচ্ছুক পা়ুয়াদের পিএইচডি করতে যেতে হয় কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, নয়তো শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত না হওয়ায় কলেজের শিক্ষকদের পক্ষে পিএইচডি'র গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কঠিন। তুহিন দে রায় পিএইচডি করছেন এমন একজন বলেন, ‘ বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও গবেষণার সুযোগ এখনও মিলছে না। আলিপুরদুযারের মতো প্রান্তিক এলাকার পড়ুয়াদের গবেষণার জন্য অন্যান্য জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থ দুটোই বেশি লাগছে। জানা গেল এখানে সমস্যা শুধু পিএইচডি করা নিয়েই নয়। যেহেতু এতদিনেও আলিপুরদুয়ার কলেজের শিক্ষকদের উন্নীত করা হয়নি, তাই প্রতিপদেই সমস্যা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে। ২০১৮ সালে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মেলে। তার দু'বছর পর উপাচার্য নিয়োগ হয়। তারপরেই আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত করার আবেদন জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এতদিনেও কেন সেই কাজ হল না, বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। এদিকে, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যার পাহাড় জমছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের স্পনসর প্রোজেক্ট মিলছে না। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থমকে রয়েছে। পাঁচ বছরের মাথায় ন্যাকের পরিদর্শনের পর সার্টিফিকেট মেলার কথা। তার আগে এই উন্নীতকরণ না হলে সেই সার্টিফিকেটও মিলবে না। আলিপুরদুযার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘সবার কাছে বারবার উন্নীতকরণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। সেইসবের ছাড়পত্রও হয়ে গিয়েছে বলে শুনেছি। আর তা না হলে সমস্যা আরও আছে। যতদিন এই অধ্যাপকদের উন্নীতকরণ না হচ্ছে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট তৈরি হবে না। স্ট্যাটিউট তৈরি না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি হবে না। তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এগজিকিউটিভ কাউন্সেলিং বডি তৈরি হয়।

# ফুঁসছে তিস্তা, টান নিত্যদিনের রসদে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ তিস্তা-বিপর্যয়ের পর ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক যেন মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত যে জীবনের ছন্দ ফিরবে না, বুঝতে পারছেন এখানকার বাসিন্দারা। বৃষ্টি বাড়লেই জলস্ফীতি ঘটছে তিস্তায়। সমতল তো বটেই, তিস্তার জলে ফের প্লাবিত হচ্ছে তিস্তাপাড়ের এলাকাগুলি। রাস্তা থেকে জল নামলেই তিস্তাবাজারের বাসিন্দারা ছুটে যাচ্ছেন রসদ জোগাড়ে। কিন্তু সেই সুযোগ পাচ্ছে না রম্ভি, সেলফিদাড়ার মতো বেশ কয়েকটি এলাকা। শুধু তিস্তাপাড়ের রাস্তা নয়, বিপর্যয় ঘনাচ্ছে দার্জিলিংয়ের রাস্তাতেও। এখানেও একাধিক জায়গায় ধস নামার খবর মিলেছে। জাতীয় সড়ক দিয়ে কবে যান চলাচল শুরু হবে, তা পরিস্কার হচ্ছে না। জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কবে এই সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুই। চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তিস্তা এবং জাতীয় সড়কের ধারের বাসিন্দাদের। কয়েকটি এলাকায় নিত্যদিনের জীবনধারণের রসদে টান পড়েছে বলে খবর। বৃষ্টি কমার পূর্বাভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। বরং কয়েকদিন পর থেকেই আবারও টানা কয়েকদিন ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।

## ধস সেবকে, গাছ উপড়ে বন্ধ হল জাতীয় সড়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ রবিবার সকালে ভূমিধসের জেরে একটা ব। গাছ উপড়ে পড়ে সেবকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। শুধু সেবক নয়, এদিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে ধস নামে। জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কবে এই সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুই। চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তিস্তা এবং জাতীয় সড়কের ধারের বাসিন্দাদের। কয়েকটি এলাকায় নিত্যদিনের জীবনধারণের রসদে টান পড়েছে বলে খবর। বৃষ্টি কমার পূর্বাভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। বরং কয়েকদিন পর থেকেই আবারও টানা ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।

## অসংরক্ষিত এলাকায় আজও রয়েছে লাল সর্তকতা জারি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ গত দুদিন পর আজ রবিবারও সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি। মেখলিগঞ্জ, জলঢাকা নদীর এন এস ৩১ অসংরক্ষিত এলাকায় আজও রয়েছে লাল সর্তকতা। জলঢাকায় সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি তিস্তার দোমহানী অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা করলা নদীসহ জেলার বিভিন্ন নদীগুলো। করলা নদীর জলে প্লাবিত জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ মিত্র কলোনী সহ বেশ কিছু এলাকা। রবিবার সকাল ৬ টায় জলপাইগুড়ি গোজলডোবা ব্যারেজ থেকে ২২০৪.৫১ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্ট্রোল সূত্রে জানা যায়।

## রথযাত্রার পূর্ণ লগ্নে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ রথযাত্রার পূর্ণ লগ্নে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি জলপাইগুড়িতে। বৃষ্টিকে অপেক্ষা করেই রবিবার জলপাইগুড়ি মহুরীপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতির দুর্গাপূজার খুঁটিপূজা পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঢাকে কাঠি পরল। আনন্দ মুখর পরিবেশে ঢাক ঢোল শঙ্খ ধ্বনি উল্টো জোকারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল দূর্গা পূজার প্রস্তুতি। এবারে এই পুজো ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে বলে উদ্যোক্তারা জানান। প্রতিবছরই রথের দিন বিভিন্ন দুর্গাপূজো কমিটি গুলো দুর্গা পুজোর খুটিপুজো করে থাকে, এবারও জলপাইগুড়িতে মহুরীপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি তাদের খুঁটি পূজা সম্পূর্ণ করলো। রথের দিন রবিবার সকালে তাদের পুজো সম্পন্ন হয়। বছর এই কমিটির পুজোর বাজেটে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। প্রতিবছরই বিশেষ থিমে তারা করে থাকেন এই বছর ও একটি বিশেষ থিম করছেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে উত্তম বোস বলেন প্রতিবছর ই রথের দিন আমরা খুঁটি পূজা করে থাকি। এবারও করছি ।এবারের বিশেষ চমক থাকছে। জলপাইগুড়িবাসীদের অভিনব চমক দেবেন এই পুজো কমিটি বলে পুজোর থিম সাসপেন্স রাখা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা।

**কোচবিহারের মদনমোহনের রথযাত্রা। বিকেল পাঁচটায় মদন মোহনের মন্দির থেকে গুঞ্জ বাড়ির ডাঙ্গরাই মন্দিরে মাসির বাড়ি যায় মদনমোহন। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে।**

## শিলিগুড়িতে ইসকনের রথযাত্রায় ঢল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে রথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য তথা দেশ ও বিশ্বের অন্যত্রও পালিত হল প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উসব। শিলিগুড়িতেও এবছর আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় ইসকনের রথযাত্রা । ইসকনের রথযাত্রার এবার ৩৫তম বছর। রবিবার ইসকন মন্দির থেকে জগন্নাথদেবের রথের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বলরামের রথের উদ্বোধন করেন এসএসবির আইজি সুধীর কুমার। সুভদ্রাদেবীর রথের যাত্রার সূচনা করেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এদিন ইসকনের রথ শিলিগুড়ির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ডাবগ্রাম সূর্যনগর ময়দানে তৈরি জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়। কাতারে কাতারে ভক্ত ইসকনের রথরে রশি টানতে ভিড় করেন।

## রথযাত্রায় গৌড়ীয় মঠে ভক্তদের ভীড়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ রথযাত্রা। বৃষ্টিকে অপেক্ষা করেই রথযাত্রা উপলক্ষে জলপাইগুড়ি পুরাতন পুলিশ লাইন শ্রী শ্রী গৌড়ীয় মঠে রবিবার সকাল থেকেই ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। চলছে পূজা অর্চনা। রথের শেষ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মঠ কর্তৃপক্ষ। সারাদিনব্যাপী নাম সংকীর্তন ভোগ প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি আজ পাশাপাশি বিকেল তিনটে নাগাদ জলপাইগুড়ি শ্রী শ্রী গৌড়ীয় মঠ থেকে এই সুসজ্জিত রথ জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে যোগমায়া কালী বাড়ি মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার হয়। বহু ভক্ত সমাগম হয় জলপাইগুড়ি সবথেকে বড় এই রথ যাত্রায় বলে দাবি মঠ কর্তৃপক্ষের। রথযাত্রা উপলক্ষে মঠ চত্বরে সেজে উঠেছিল।

## সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল করতে আধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

গোরখপুর, ৭ জুলাই ঃ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল রেলওয়ের প্রথম অগ্রাধিকার, এটিকে শক্তিশালী করার জন্য, ক্রমাগত উন্নতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বর্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সেতু, ইজ্জতনগর বিভাগের গঙ্গা, যমুনা ও দেহওয়া নদীতে, লখনউ বিভাগের ঘাঘরা, রাপ্তি, ঘাঘরা, শারদা, বাবাই, সর্যু, কাকড়া এবং রোহিন নদীর উপর এবং গঙ্গা নদীর জলস্তর পরিমাপ করতে। বারাণসী বিভাগের গন্ডক, ঘাঘরা, গোমতী এবং ছোট গন্ডক নদীর উপর নির্মিত সেতুগুলিতে জল স্তর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় এসএমএসের মাধ্যমে জলের স্তর সম্পর্কে তথ্য পাঠানো হবে। এটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। বর্ষাকালে নদীগুলির জলস্তর নিরীক্ষণের জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগে অবস্থিত ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে জল স্তর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে আন্ধিহার-বারাণসী সেকশনের মধ্যে গোমতী নদীর উপর ১৩৭ নম্বর ব্রিজ, ১৩৭ নম্বর ব্রিজটি রয়েছে। বারাণসী-প্রয়াগরাজের মধ্যে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-১১১, সালেমপুর-ইন্দারার মধ্যে ঘাঘরা নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-৩১, ছাপরা-ফেফনার মধ্যে ঘাঘরা নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-৫০। নারকাটিয়াগঞ্জ-কাপ্তানগঞ্জের মধ্যে গন্ডক নদী, সিওয়ান-ভাটনীর মধ্যবর্তী ছোট গন্ডক নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ নম্বর-১১৯, ইজ্জতনগর-কাসগঞ্জের মধ্যে কচলা (গঙ্গা) নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-৪০৯, লালকুয়ান-কাশিপুরের মধ্যে কোশি নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-১০৪, ইজ্জতনগর-কাসগঞ্জের মধ্যে কোসি নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-২৭০, কাসগঞ্জ-মথুরার মধ্যে যমুনা নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-৫৫৪, বাধনি-এর মধ্যে ঘাঘরা নদীর ওপর নির্মিত সেতু নম্বর-১৫১। গোন্ডা, মানকাপুর-অযোধ্যা ধামের মধ্যে সরয়ু নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ নম্বর-১৮২, গোরখপুর-মনকাপুরের মধ্যে নির্মিত ব্রিজ নম্বর-১৮৪ এবং রাপ্তি নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজ নম্বর-০৪। গোরখপুর-আনন্দনগরের মধ্যে, নানপাড়া-দুদওয়ার মধ্যে শারদা নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ নম্বর-০৪ এবং দুদওয়া-মাইলানীর মধ্যে নির্মিত ব্রিজ নম্বর-৩৯১ অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ওয়াটার লেভেল মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনের ফলে নদীর ওপর নির্মিত রেলওয়ে সেতুতে জলের স্তর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে। এই সিস্টেমে সোলার প্যানেলের সাথে সংযুক্ত একটি সেন্সর রয়েছে, যার মধ্যে একটি চিপও রয়েছে। এই সেন্সরটি ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত। প্রতিদিন নিয়মিত বিরতিতে নদীর জলের সমতলের তথ্য সংশ্লিষ্ট সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, সেকশন ইঞ্জিনিয়ারকর্ম এবং সেকশন ইঞ্জিনিয়াররেলওয়ের মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে। মাধ্যমে পাওয়া যায়। ফলে নদীর জলে সমতলের তথ্য যথাসময়ে পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রেলপথ রক্ষা করা সহজ হয়। প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযোজন করে ক্রমাগত নিরাপত্তার উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে রেলওয়ে প্রশাসন।

# নদীতে বাঁধ দিতে বোল্ডারের সমস্যায় পড়ল সেচ দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ সরকারি কাজের জন্য নদী থেকে কী পরিমাণ বোল্ডার সংগ্রহ করা হবে, তা নির্দিষ্ট করে দিল বন দপ্তর। জঙ্গলের বন্যপ্রাণী ও গাছপালায় ক্ষতি না করে জীববৈচিত্র্যকে স্বাভাবিক রেখেই বোল্ডার সংগ্রহ করতে হবে। চলতি ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কিছু সময়ের জন্য উত্তরবঙ্গের জঙ্গল সংলগ্ন নদী থেকে মোট ৯ লক্ষ ৫১১৪ টন বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু ভরা বর্ষায় ঘোরতর সমস্যায় পড়েছে সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ। নদীগুলিতে প্রবল জলের স্রোত এবং জলস্ফীতি থাকায় বোল্ডার সংগ্রহ করতে পারছে না সেচ দপ্তর। ফলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ সংস্কার করতে হচ্ছে আগে থেকে মজুত করা বোল্ডার দিয়ে। সেই কাজ করাতে বোল্ডারের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। এই বোল্ডার সমস্যার কথা সেচ দপ্তরের সচিবকে জানিয়েছে সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ। সেচ দপ্তর উত্তরবঙ্গের গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ, দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগ, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীনে একাধিক নদী থেকে বোল্ডার সংগ্রহ করা হয়। যেমন বক্সা বাঘবনের অধীনে রায়ডাক, পানা, বাসরা, ডিমার মতো জঙ্গল লাগোয়া নদী ছাড়াও জলদাপাড়ার অধীনে হাউরি, তিতি ও তোর্ষা নদী থেকে বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াও দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের তিস্তা ও মহানন্দা নদী এবং গরুমারার অধীনে জলঢাকা ও মূর্তি নদী থেকে বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে। রাজ্য বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল দেবল রায় জানান, ‘সেচ পূর্ত, রেল সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন নদী থেকে কী পরিমাণ বোল্ডার তোলা যাবে। তবে জঙ্গলের জীববৈচিত্র্যে যেন কোনও আঁচ না পড়ে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া পরিমাণের বাইরে তোলা যাবে না। স্থানীয় ডিএফওদের কাছ থেকে দপ্তরের কার্যনিবাহী বাস্তুকারকে অর্ডার নিতে হবে।’ এই নদীগুলির বোল্ডার সংগ্রহের পয়েন্ট গুলি সবক'টি জঙ্গলের কোর এলাকা লাগোয়া। এক্ষেত্রে জঙ্গলের উপর ক্ষতি হচ্ছে কি না তারজন্য সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ বা বিট অফিস নজিরদারি চালাবে।

# লাগাতার বৃষ্টিতে কালভার্টের ওপর দিয়ে বইছে জল, সমস্যায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, বক্সিরহাট, ৭ জুলাই ঃ একটানা বৃষ্টির জন্য রসিকবিল-তুফানগঞ্জ রাজ্য সড়কের মাঝে থাকা কালভার্টের ওপর দিয়ে বইছে জল। হাঁটু সমান জল ডিঙিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিনই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। প্রতিনিয়ত অসংখ্য ছোট বড় যানবাহন থেকে পথ চলতি মানুষদের জল পেরিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে। এতেই বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন অভিভাবক থেকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। বৃষ্টির জেরে রাজ্য সড়কের ওই অংশে মরণফাঁদ তৈরি হয়েছে। নীচু কালভার্টটি সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি সকলের কাছে অনুরোধ করেও কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ। তাতেই বাসিন্দাদের মনে ক্ষোভ জন্মেছে। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল থেকে তুফানগঞ্জ সংযোগকারী রাজ্য সড়কের মাঝে রয়েছে একটি কালভার্ট। সেটি অনেকটাই নীচু থাকার ফলে ফি বছর বর্ষায় সেই কালভার্টের ওপর দিয়ে জলের স্রোত বইতে শুরু করে। সম্প্রতি ওই রাস্তাটি সংস্কার করা হলেও কালভার্টি সংস্কারে কোনরকম উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। লাগাতার বৃষ্টির ফলে পুনরায় সেই কালভার্টের উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে জল। আর তাতেই কোনটা রাস্তা আর কোনটা গর্ত তা বোঝাই দায় হয়ে

উঠেছে। ওই রাস্তার ধারেই রয়েছে বোচামারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রতিদিন হাঁটু সমান জল ডিঙিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে অসংখ্য স্কুল পড়ুয়ারা। বোচামারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘ বৃষ্টি হতেই জলমগ্ন হয়ে.পড়ে সেই কালভার্ট। যেকোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই কালভার্টটি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন।' নবম শ্রেণির ছাত্রী বলেন, ‘ বৃষ্টি হলেই কালভার্টে জল জমে যায়। তখন স্কুলে যাতায়াত বন্ধ। এখন একটু জল কম তাই সকলে মিলে কোনওরকমে ওই জায়গাটুকু পার হই। স্কুলের জামা কাপড় ভিজে যায়।' এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ ২ এর বিডিও বলেন, ‘এই নিয়ে এলাকাবাসীর তরফে কোনও আবেদন জমা পরেনি। তবুও বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপর মহলে জানানো হবে।'

# খাবারের লোভে হাতির হানা বংশীধরপুরে

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা,৭ জুলাই ঃ হাতির তাণ্ডব ঘিরে চাঞ্চল্য ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশীধরপুর গ্রামে। একদল হাতি ওই এলাকায় ঢুকে দশটি বাড়িতে হামলা চালায়। এলাকার বাসিন্দা সুনীল বিশ্বাসের একটি টিনের ঘর পুরো ভেঙে ফেলে হাতি। সেই ঘরে থাকা ধান, ভুট্টা সাবাড় করেছে। নরেশ দাসের রান্না ঘরের বেড়া ভেঙে ফেলে। সম্প্রতি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান নিমাই দাস। তাঁর বাড়িতেও হাতি হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও অমল বর্মন, শেফালি দাস,খোকন দাস, গৌরাঙ্গ দাস, টিটু সরকার, অমল বর্মন সহ দশটি বাড়িতে হাতির হামলা চালায় হাতির পাল। কারও বাড়ির বেড়া ভেঙে ধান, কারও চাল সাবাড় করেছে হাতির দল। হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নীলাবতি সরকার জানান, রাতে বৃষ্টি ছিল। বিদ্যুৎ ছিল না। আর একদল হাতি হামলা চালিয়ে দশটি বাড়ির ক্ষতি করে। জানা গিয়েছে, বংশীধরপুর গ্রামের পাশেই জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিট। ওই বিটের জঙ্গল থেকেই হাতির দলটি এলাকায় আসে। রাতে স্থানীয়রাই বাজি, পটকা ফাটিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করেন। পরে বনকর্মীরাও এলাকায় এসে হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেয়। বন দপ্তর জানিয়েছে, নিয়ম মাফিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

# মাঝ রাতে কেক কেটে বার্থডে সেলিব্রেশন ধোনির

দুরন্ত বার্তা, রাঁচী, ৭ জুলাইঃ ৭ জুলাই। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে বিশেষ দিন। কিন্তু কেন? আইসিসির তিনটি ট্রফির মালিক মহেন্দ্র সিং ধোনির আজ যে জন্মদিন। মাহি ভক্তরা অবশ্য কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর জন্মদিনের সেলিব্রেশন করা শুরু করে দিয়েছেন। ৪৩-এ পা দিলেন মাহি। মাঝ রাতে কেক কেটে বার্থডে সেলিব্রেট করেছেন ধোনি। পাশে ছিলেন স্ত্রী সাক্ষী ধোনি। তাঁরা একে অপরকে কেক খাইয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ করেই সাক্ষী প্রণাম করেন ধোনিকে। সাক্ষী নিজের ইন্সটাগ্রামে ধোনির বার্থডে সেলিব্রেশনের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গিয়েছে একটি হাফ হাতা জামা পরে রয়েছেন ধোনি। পাশে থাকা সাক্ষী সাদা রংয়ের সালোয়ার পরেছিলেন। কেক কেটে ধোনি প্রথমেই খাইয়ে দেন সাক্ষীকে। এরপর সাক্ষীও কেক খাওয়ান ধোনিকে। সাক্ষী এরপর পাশে সরে যান। আবার হঠাৎ করেই ফিরে এসে ধোনিকে প্রণাম করেন। মুচকি হাসতে হাসতে ধোনি তাঁকে আশীর্বাদ করার ইশারা করেন। এরপর হেসে সাক্ষী আবার ধোনির ডানদিকে চলে যান। সাক্ষীর কাণ্ড দেখে সেখানে থাকা সকলে হেসে ওঠেন। এরপর ধোনি হঠাৎ করেই প্রশ্ন করেন, কেক এগলেস কিনা? উত্তরে কেউ জানান, সবগুলিই এগলেস। ভিডিয়োতে দেখা যায় ৩টি কেক ছিল পাশাপাশি। তার মধ্যে বড় কেকটি কাটেন ধোনি। ওই ভিডিয়োর ব্যাকগ্রাউন্ডে হুকুম মিউজিক বাজছিল। সাক্ষীর ওই ভিডিয়োতে প্রচুর লাইক, কমেন্ট পড়েছে। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে ধোনিপত্নী লেখেন, 'হ্যাপি বার্থডে মাহি।' সঙ্গে একটি লাল হৃদয় ও একটি এভিল আইয়ের ইমোজি। ও ভিডিয়োটি নেটদুনিয়ায় ভাইরালও হয়েছে।

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ডব্লুটিসি দুটোই জেতাবেন ক্যাপ্টেন রোহিত

## বললেন জয় শাহ

মুম্বই, ৭ জুলাইঃ রোহিত শর্মার পর ভারতীয় টিমের টি-২০ ফর্ম্যাটে ক্যাপ্টেন হবেন কে? এই প্রশ্ন ক্রিকেট প্রেমীদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর রোহিত দেশের হয়ে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে খেলবেন না বলে জানিয়েছেন। টেস্ট ও ওডিআই খেলা তিনি চালিয়ে যাবেন। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও রোহিতই থাকবেন ভারতের ক্যাপ্টেন। বোর্ড সেক্রেটারি জয় শাহ এ কথা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়। জয় শাহ আশাবাদী, রোহিতে ক্যাপ্টেন্সিতে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবও জিতবে। এএনআইয়ের শেয়ার করা এক ভিডিয়োতে জয় শাহ বলেন, ''রোহিত শর্মার নেতৃত্বে আমরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতব। এ বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।'' রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই ১১ বছর পর ভারতীয় শিবিরে আইসিসি ট্রফি এসেছে। যে কারণে রোহিতকে নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় টিম এর আগে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠেছিল। দু'বারই ভারতীয় টিমের ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। তাই রোহিত ব্রিগেডকে রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। ভারতের এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ ট্রফি জয় শাহ উৎসর্গ করেছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়, ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাডেজাকে। ভারত যে বিশ্বজয় করবেই, আশাবাদী ছিলেন বোর্ড সেক্রেটারি। তিনি বলেন, ''এক বছরের মধ্যে এই নিয়ে আমাদের তৃতীয় ফাইনাল ছিল। গত বছরের ১১ জুন আমরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হেরেছিলাম। টানা ১০টি ম্যাচ জিতেও ১৯ নভেম্বর আমরা ওডিআই বিশ্বকাপে হেরেছিলাম। সকলের হৃদয় জিতেছিলাম। ট্রফিটা জিততে পারিনি। কিন্তু এ বছরের শুরুতে রাজকোটে আমি বলেছিলাম, ভারত রোহিতের নেতৃত্বে হৃদয় ও বিশ্বকাপ দু'টোই জিততে চলেছে। আর সেটাই হয়েছে।'' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। আয়োজক পাকিস্তান। ভারত সে দেশে খেলতে যাবে কিনা ঠিক নেই। আর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে ভারত এক নম্বরে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। ২ বছরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ভারতের এখনও তিনটি টেস্ট সিরিজ বাকি। বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া এই তিন দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারতীয় টিম।

# পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ বড় ম্যাচের আগে একেবারে চেনা ছন্দে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার নিজেদের মাঠে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে খেলতে নামে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ০-১ পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শুরুর আগে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ বেশ ভিজে থাকে। ফুটবলারদের শুরুতে খেলতেও একটু অসুবিধা হয়। এরই মধ্যে ৩৪ মিনিটে ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। অমিত এক্কা গোল করে এগিয়ে দেন জর্জকে। ০-১ পিছিয়ে থেকেই প্রথমার্ধে মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে একেবারে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল লাল-হলুদকে। আক্রমণে ধার বাড়াতে দলে পরিবর্তন আনেন বিনো জর্জ। ৪৭ মিনিটেই জেসিন টিকের গোলে সমতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল (১-১)। আক্রমণভাগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বল ফলো করেন জেসিন। আর সেখান থেকেই মেলে গোলের ফসল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামায় আরও ধারাল হয় ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ। ৬০ মিনিটে সায়নের গোলে ২-১ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষ হওয়ার অন্তিম মুহূর্তে আরও একটি গোল করেন সায়ন। নাসিব রহমানের ঠিকানা লেখা পাস থেকে গোল করে যান সায়ন (৩-১)। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের ম্যাচ দেখতে মাঠে আসেন সিনিয়র টিমের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত ও তাঁর সহকারী দিমাস ডেলগাদো। গতবছর কলকাতা লিগ থেকেই সায়ন, বিষ্ণুদের সিনিয়র দলে নিয়ে যান কুয়াদ্রাত। এদিন লাল-হলুদ জার্সিতে কামব্যাক করলেন সার্থক গোলুইও। ১৩ তারিখ কলকাতা লিগের ডার্বি।

# রোহিতদের সংবর্ধনায় ক্ষুব্ধ চিরাগ! মহারাষ্ট্র সরকারকে তোপ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের

মুম্বই, ৭ জুলাইঃ প্যারিস অলিম্পিক্সের আগে মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন চিরাগ শেট্টি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলে মহারাষ্ট্রের চার জন ক্রিকেটার ছিলেন। শুক্রবার রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শিবম দুবেকে সংবর্ধনা জানিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। ভারতীয় দলের জন্য ১১ কোটি টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। তার পরই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ তুলেছেন দেশের অন্যতম সেরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। ক্ষোভ প্রকাশ করে চিরাগ বলেছেন, ''থমাস কাপের গুরুত্ব বিশ্বকাপের সমান। থমাস কাপজয়ী প্রথম ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলাম। ফাইনালে আমরা ইন্দোনেশিয়ার মতো চ্যাম্পিয়ন দলকে হারিয়েছিলাম। ভারতীয় দলে মহারাষ্ট্র থেকে শুধু আমি ছিলাম। সরকার যদি ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড়দের সম্মানিত করতে পারে, তা হলে আমার কৃতিত্বকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল। সব খেলা এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমান আচরণ করা উচিত সরকারের।'' থমাস কাপ জয়ের পর রাজ্য সরকারের তরফে কোনওরকম সংবর্ধনা না পাওয়ার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন চিরাগ। রোহিতদের বিরুদ্ধে চিরাগের কোনও অভিযোগ নেই। তিনি বলেছেন, ''আমি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে নই। আমরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়েরাও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দেখেছি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমরা আনন্দও করেছি। ক্রিকেট দলের সাফল্যে আমরা উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত। দু'বছর আগে আমরাও কিন্তু সমমানের একটা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। রাজ্য সরকার আমাকে তো সংবর্ধনা দেয়নি। কোনও আর্থিক পুরস্কারও জোটেনি আমার। অথচ ২০২২ সালের আগে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দল কখনও থমাস কাপের সেমিফাইনালেও উঠতে পারেনি।'' ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে অবদানের জন্য খেলরত্ন সম্মান পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। তাঁর এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডির জুটি বিশ্বব্যাডমিন্টনের অন্যতম সেরা। বিশ্ব ক্রমতালিকায় এক নম্বরও হয়েছেন তাঁরা।

# হার্দিককে নিয়ে পোস্ট নাতাশার, বিচ্ছেদে কি এ বার সিলমোহর?

মুম্বই, ৭ জুলাইঃ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে হার্দিক পান্ডিয়া লাইমলাইটে। তাঁকে নিয়ে চর্চা চলছেই। অবশ্য তাঁর স্ত্রী নাতাশা স্তানকোভিচ পিছিয়ে নেই। তিনিও রয়েছেন আলোচনার কেন্দ্রে। এই মুহূর্তে হার্দিক-নাতাশার সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। হার্দিক-নাতাশা কি আর একসঙ্গে থাকছেন না? ভারতীয় অলরাউন্ডার দেশে ফেরার পর এই প্রশ্নও জোরাল হয়েছে। কারণ চ্যাম্পিয়ন হার্দিক বাড়ি ফেরার পর সেলিব্রেশন হয়েছিল। সেখানে ছিলেন না নাতাশা। ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখা গিয়েছিল হার্দিককে। সেখানে কিন্তু ছিলেন না হার্দিকের স্ত্রী। আবার নাতাশার সঙ্গেও দেখা যাচ্ছে ছেলে অগস্ত্যকে। এরই মাঝে নতুন ভিডিয়ো পোস্ট করে হার্দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় ঘি ঢাললেন নাতাশা। ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে নাতাশা একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। তাতে তিনি বলেন, 'একটা কথা তোমাদের আমি আবারও মনে করাতে চাই, ভগবান লোহিত সাগরকে সরাতে পারেননি। দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি তোমার সমস্যাগুলো শেষ করে দেবেন না। তিনি শুধু পথ দেখিয়ে দেবেন।' এই বক্তব্যর মধ্যে দিয়েই কি হার্দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় সিলমোহর দিলেন নাতাশা? এ বার উঠছে এই প্রশ্ন। নাতাশা স্তানকোভিচ সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে সময় কাটানোর ছবি-ভিডিয়ো মাঝে মাঝেই শেয়ার করেন। এ দিকে হার্দিক দেশে ফিরে ছেলেকে নিয়ে যে মত্ত, তা বলে দিচ্ছে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া। ফলে নেটিজেনরা বলতে শুরু করেছেন, অগস্ত্য তো মা-বাবা দু'জনকেই পাচ্ছে। কিন্তু হার্দিক-নাতাশা কি আলাদা থাকছেন? যতক্ষণ না তাঁরা দু'জন এ ব্যাপারে কিছু জানাচ্ছেন, সত্যিটা প্রকাশ্যে আসবে না। জল্পনাই বাড়বে।

# ঘুরে দাঁড়িয়ে তুরস্ককে হারিয়ে ২০ বছর পর ইউরো কাপের সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডস

বার্লিন, ৭ জুলাইঃ প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিল তুরস্ক। গোল করে ম্যাচে এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন চূর্ণ হলো মাত্র ৬ মিনিটের ব্যবধানে। বার্লিনে কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্ককে ২-১ গোলে হারিয়ে দুই দশক পর ইউরোর সেমিফাইনালে উঠেছে নেদারল্যান্ডস। বুধবার ডর্টমুন্ডে সেমিফাইনালে ডাচদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। সর্বশেষ ২০০৪ ইউরোয় সেমিফাইনালে খেলেছিল ডাচরা। প্রথমার্ধে চাপ বিস্তার করে খেলে ৩৫ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল তুরস্ক। কিন্তু ৭০ ও ৭৬ মিনিটে দুটি গোল হজম করে ম্যাচে আর ফেরা হয়নি আরদা গুলেরদের। গ্রুপ পর্বে ডর্টমুন্ডে পর্তুগালের বিপক্ষে হাস্যকর এক ভুলে আত্মঘাতী গোল করে বসেছিলেন তুর্কি সেন্টার-ব্যাক সামিত আকায়দিন। আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ পেয়ে ছাড়েননি। ৩৫ মিনিটে তাঁর হেডে করা গোলে এগিয়ে যায় তুরস্ক। তবে গোলটিতে 'তুর্কি ফুটবলের ভবিষ্যত' আলদা গুলেরের ক্রসটি মনে রাখার মতো। কর্নার থেকে ডাচদের রক্ষণ বলটি ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে পারেনি। গুলের ফিরতি বলে নিখুঁত শট নেন ডাচদের রক্ষণে এক গুচ্ছ তুর্কি জার্সি তাক করে। বল সামিতের একদম মাথায় এসে পড়ল! কোয়ার্টার ফাইনালে আগের তিন ম্যাচে প্রথমার্ধে কোনো গোল হয়নি। সামিতের গোলে খরাটা কাটল। প্রথমার্ধে বাকি সময়ে কোনো দলই বলার মতো ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। বিরতির পর ধীরে ধীরে খেলায় ফিরেছে নেদারল্যান্ডস। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম

দশ মিনিটে দুর থেকে শট নেওয়ার চেষ্টা করেছে ডাচরা। চাপ বাড়িয়েছে তুর্কি রক্ষণে। ৭০ মিনিটে এই ধারাবাহিকতায় ডাচদের ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু, তখনই এসেছে সমতাসূচক গোল। মেম্ফিস ডিপাই কর্নার থেকে ওয়ানটু খেলে বক্সে ক্রস ফেলেন। সম্পূর্ণ আনমার্কড থেকে হেডে গোল করেন ডাচ সেন্টার-ব্যাক স্তেফান দে ফ্রাই। ছয় মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি পেয়েছে নেদারল্যান্ডস। আর সেটি আত্মঘাতী গোল! ৭৬ মিনিটে ডেনজেল ডামফ্রিজ ডান প্রান্ত থেকে ক্রস করেছিলেন। তুর্কি রাইট-ব্যাক মের্ত মুলডুর ডাচ তারকা কোডি গাকপোর কাছ থেকে বলটি ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে পাঠিয়েছেন। চলতি ইউরোয় এটি ১০ম আত্মঘাতী গোল। বিতর্কিত স্যালুটের কারণে তুর্কি ডিফেন্ডার মেরি ডেমিরালের নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে তুরস্ক-জার্মানি কূটনৈতিক লড়াই এই ম্যাচে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। অলিম্পিয়াস্তাদিওনের গ্যালারিতে ছিলেন তুরস্ক প্রেসিডেন্ট রিসেপ এরদোয়ান। তাঁর উপস্থিতিতে ডাচরা বল পাওয়া মাত্রই গ্যালারি থেকে দুয়ো দিয়েছেন তুরস্কের সমর্থকেরা। গ্যালারির এক-তৃতীয়াংশ তুর্কি সমর্থকদের দখলে ছিল। ডাচদের খেলায় ফিরিয়েছেন ভাউট ভেগহোর্স্ট। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে বদলি নামা এই স্ট্রাইকার বিরতির পর ডাচদের ধারাবাহিক আক্রমণে মূল ভূমিকা রেখেছেন। তুরস্ক অবশ্য ম্যাচে ফেরার সুযোগ পেয়েছিল। যোগ করা সময়ের ৩ মিনিটে কালাহানোগ্লুর শট বক্সের মধ্যে কোনোমতে ঠেকান ডামফ্রিজ। এর ২ মিনিট আগে তুরস্ককে নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত করেন ডাচ গোলকিপার বার্ট ভারব্রুগেন। ক্রস থেকে তুকি ফরোয়ার্ড সেমিহ কিলিকসয়ের শট অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্সে ঠেকান ভারব্রুগেন।

# টাইব্রেকারে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে ইউরো কাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড

ডুসেলডর্ফ, ৭ জুলাইঃ জালে জড়িয়ে বলটা ফিরে আসতেই হাতে তুলে নিয়ে জোরালো এক কিকে গ্যালারিতে উড়িয়ে পাঠালেন ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড। দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জেঁকে বসা চাপটাই যেন দূরে কোথাও পাঠাতে চাইলেন। একটু এদিক-ওদিক হলেই যে ছিটকে যেতে হতো টুর্নামেন্ট থেকেই! ইংল্যান্ড নয়, ইউরো থেকে ছিটকে গেছে সুইজারল্যান্ড। টাইব্রেকারে সুইসদের ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। ১২০ মিনিটের খেলায় ১-১ সমতা থাকা ম্যাচটিতে ইংল্যান্ডের শেষের নায়ক জর্ডান পিকপোর্ড। টাইব্রেকারে আলেক্সান্ডার-আর্নল্ডসহ ইংল্যান্ডের সবাই বল জালে জড়ালেও সুইজারল্যান্ডের মানুয়েল আকাঞ্জির শট আটকে দেন ইংলিশ গোলকিপার। এই সেভই গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য। ম্যাচের শেষমুহূর্তে হাসলেও এর আগের বেশির ভাগ সময়ই চাপে ছিল ইংলিশরা। আক্রমণভাগের মূল অস্ত্র হ্যারি কেইন কোনো প্রভাবই রাখতে পারেননি। একটা পর্যায়ে ইংলিশ

গ্যালারি থেকে তাঁকে উঠিয়ে নেওয়ার স্লোগানও শুরু হয়ে যায়। কেইনের তুলনায় জুড বেলিংহাম ভালো খেলেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যাশিত মানে ছিলেন না। পুরো ম্যাচে ইংল্যান্ডকে বারবার যা আশান্বিত করার, সেটি করেছেন বুকায়ো সাকা। বেশ কয়েকবারই বল নিয়ে সুইজারল্যান্ড রক্ষণে হুমকি তৈরি করেন এই আর্সেনাল ফরোয়ার্ড। ম্যাচে প্রথম গোল অবশ্য সুইজারল্যান্ডই করেছে। ৭৫ মিনিটে রুবেন ভারগাস বক্সের এক পাশ থেকে গোলমুখে যে বলটি বাড়ান, সেটি রুখে দেওয়ার সুযোগ ছিল জন স্টোনসের। কিন্তু ইংলিশ সেন্টারব্যাক সেটিতে পা-টাই ছোঁয়াতে পেরেছেন, বলের গতিপথ বদলাতে পারেননি। গোলমুখে থাকা ব্রিল এমবোলো সুযোগ কাজে লাগিয়ে বল জালে জড়ান। গোল হজমের দ্রুত কোল পালমার, এবেরেচি এজে ও লুক শকে বদলি হিসেবে নামান ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। সেটির সুফল আসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। ডান পাশ থেকে আর্সেনাল সতীর্থ ডেকলাইন রাইসের বাড়ানো বল ধরে বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে বল জালে পাঠান সাকা। সমতা আনার পর ইংল্যান্ডের আক্রমণেও ধার বাড়ে। তবে নির্ধারিত নব্বই মিনিটের বাকি সময়ে বা অতিরিক্ত আধা ঘণ্টায় কোনো দলই আর গোল আদায় করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত পার্থক্য হয়ে ওঠে টাইব্রেকারে আকাঞ্জির মিস ও পিকফোর্ডের সেভ। যা গত আসরের রানার্সআপ ইংল্যান্ডকে এনে দেয় সেমিফাইনালের টিকিট।

# ১০ জনের উরুগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে কোপা আমেরিকায় বিদায় ব্রাজিলের

লাস ভেগাস, ৭ জুলাইঃ কোচ কে-অস্কার তাবারেজ, দিয়েগো আলোনসো, নাকি মার্সেলো বিয়েলসা, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, আমাদের। উরুগুয়ে ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে গা-জোয়ারি ফুটবল খেলে এটাই যেন বুঝিয়ে দিত চাইলেন রোনাল্ড আরাউহো-মানুয়েল উগারতে-নিকোলাস ডে লা ক্রুজরা। অন্যদিকে কয়েক বছর ধরেই অস্তিত্বসংকটে ভোগা ব্রাজিল নিজেদের যেন চেনাতেই পারছিল না। উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলো দলটিকে দেখে বারবারই মনে হচ্ছিল-হলুদ জার্সির আড়ালে খেলা এই দল কি সত্যিই ব্রাজিল! এভাবে এগিয়ে চলা ম্যাচটি নির্ধারিত ৯০ মিনিটে থাকে গোলশূন্য। কোপা আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ গড়ায় সরাসরি টাইব্রেকারে। সেখানে উরুগুয়ের কাছে ৪-২ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। সেমিফাইনালে উরুগুয়ের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। এই ম্যাচের আগে হওয়া আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে পানামাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে তারা। যেভাবেই হোক ব্রাজিলকে রুখতে হবে-উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন মাঠে ছিল স্পষ্ট। তাঁরা হয়তো অনুচ্চারে ব্রাজিল দলের উদ্দেশে বলছিলেন, তোমরা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারো, কিন্তু কোপা আমেরিকায় তোমাদের চেয়ে আমরাই এগিয়ে, আর্জেন্টিনার সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৫ বার এই ট্রফি জিতেছি আমরা! ক্ষণে ক্ষণে ফাউল করে ব্রাজিলের মুভগুলো অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছিলেন আরাউহো-উগারতেরা। এসব ক্ষেত্রে ব্রাজিলের পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই বা এর পরের দশকের দলগুলোও যা করত ব্যক্তিনৈপুণ্যের অনন্যসাধারণ ঝলকে ম্যাচ বের করে নিত, সেটা দেখাতে পারেনি এই দলের কেউ। সেই সময়ের পেলে, গারিঞ্চা, সক্রেটিস, জিকো, রোমারিও, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহোর মতো প্রতিভাই-বা কোথায় এই ব্রাজিল দলে! চোটের কারণে নেইমার এবারের কোপা আমেরিকাতেই নেই আর ব্রাজিলের এই দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুস জুনিয়র নিষেধাজ্ঞার কারণে ছিলেন না আজ। তাঁর অবর্তমানে ব্রাজিলের ফুটবলের বর্তমান রাফিনিয়া-

রদ্রিগো আর ভবিষ্যৎ এনদ্রিক তেমন কিছু করে দেখাতে পারেননি। উরুগুয়ে বরাবরের মতো তাদের ট্রেডমার্ক শরীরনির্ভর ফুটবল খেলেছে। ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিটেই ৯টি ফাউল করেছে তারা। সেই শরীরনির্ভর ফুটবলের তোড়ে একপ্রকার উড়ে গেছে ব্রাজিল। এই সময়ের মধ্যে গোলের কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। ম্যাচে ব্রাজিল প্রথম সুযোগটা পায় ২৪ মিনিটে। সেটাও উরুগুয়ের রক্ষণের ভুলে। উগারতের ভুলে বক্সের কাছাকাছি বল পেয়ে যান এনদ্রিক। কিন্তু তিনি গোলে শট নেওয়ার জায়গা না পেয়ে বল ঠেলে দেন বাঁ দিকে থাকা রদ্রিগোকে। বলের কাছে পৌঁছাতেই পারেননি তিনি। ১০ মিনিট পর আবার সুযোগ আসে ব্রাজিলের। এবার বক্সের বাইরে বল পেয়ে উরুগুয়ের তিন ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যান রাফিনিয়া। বক্সে ঢুকে জোরালো শটও নেন। কিন্তু সেই শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন উরুগুয়ের গোলকিপার রোচেত। সুযোগ হাতছাড়া করেছে উরুগুয়েও। ৩৩ ও ৫২ মিনিটে সহজ দুটি সুযোগ থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন দারউইন নুনিয়েজ। নুনিয়েজের ৫২ মিনিটের সুযোগ মিসের পর কিছুটা হলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ব্রাজিল। কিন্তু পরিষ্কার কোনো সুযোগ তারা তৈরি করতে পারেনি। এ সময় ফাউলের মাত্রাও যেন বাড়িয়ে দেয় উরুগুয়ের রক্ষণ। পুরো ম্যাচে উরুগুয়ে ফাউল করেছে ২৬টি। ৭১ মিনিটে রদ্রিগোকে ট্যাকল করে হলুদ কার্ড দেখেন নাহিতান নানদেজ। সেই ট্যাকল এতটাই ভয়ংকর ছিল যে রেফারি ভিএআর দেখে তাঁকে লাল কার্ডই দেখান। ১০ জনের দল হয়ে যাওয়া উরুগুয়ে পরের সময়টা একটু বেশিই রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। এর সুযোগ নিয়ে তাদের চেপে ধরার চেষ্টা করে ব্রাজিল। কিন্তু গোলের স্পষ্ট সুযোগ সেভাবে তৈরি করতে পারেনি। শেষ দিকে সাভিনিও-মার্তিনেল্লিদের নামিয়ে ব্রাজিল কোচ খেলার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। ব্রাজিলের খেলার গতি এতে বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল আর আসেনি। ম্যাচ যখন টাইব্রেকারে গড়ানো সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, ব্রাজিল কোচ দ্রুত তিনটি পরিবর্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই-টাইব্রেকারে যেন পেনাল্টি শট নেওয়ার পর্যাপ্ত বিকল্প পাওয়া যায়। কিন্তু টাইব্রেকারে সেই বিকল্পের একজন দগলাস লুইসও গোল করতে ব্যর্থ হন। তাঁর শট উরুগুয়ের গোলকিপারকে ফাঁকি দিলেও লাগে পোস্টে। এর আগে ব্রাজিলের অধিনায়ক এদের মিলিতাওয়ের শট ফিরিয়ে দেন উরুগুয়ের গোলকিপার। অন্যদিকে উরুগুয়ের হিমিনেজ টাইব্রেকারে গোল না পেলেও নিজেদের শট জালে পাঠান ফেদে ভালভের্দে, বেনতাঙ্কুর, আরাসকায়েতা ও উগারতে। এর আগে পানামার বিপক্ষে কলম্বিয়াকে জেতাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন হামেস রদ্রিগেজ। দলের ৫ গোলের ২টিতে সহায়তা করেছেন তিনি, নিজে পেনাল্টি থেকে করেছেন ১টি গোল। দলের অন্য ৪টি গোল জন করদোবা, লুইস দিয়াজ, রিচার্ড রিওস ও মিগুয়েল বোরহার।


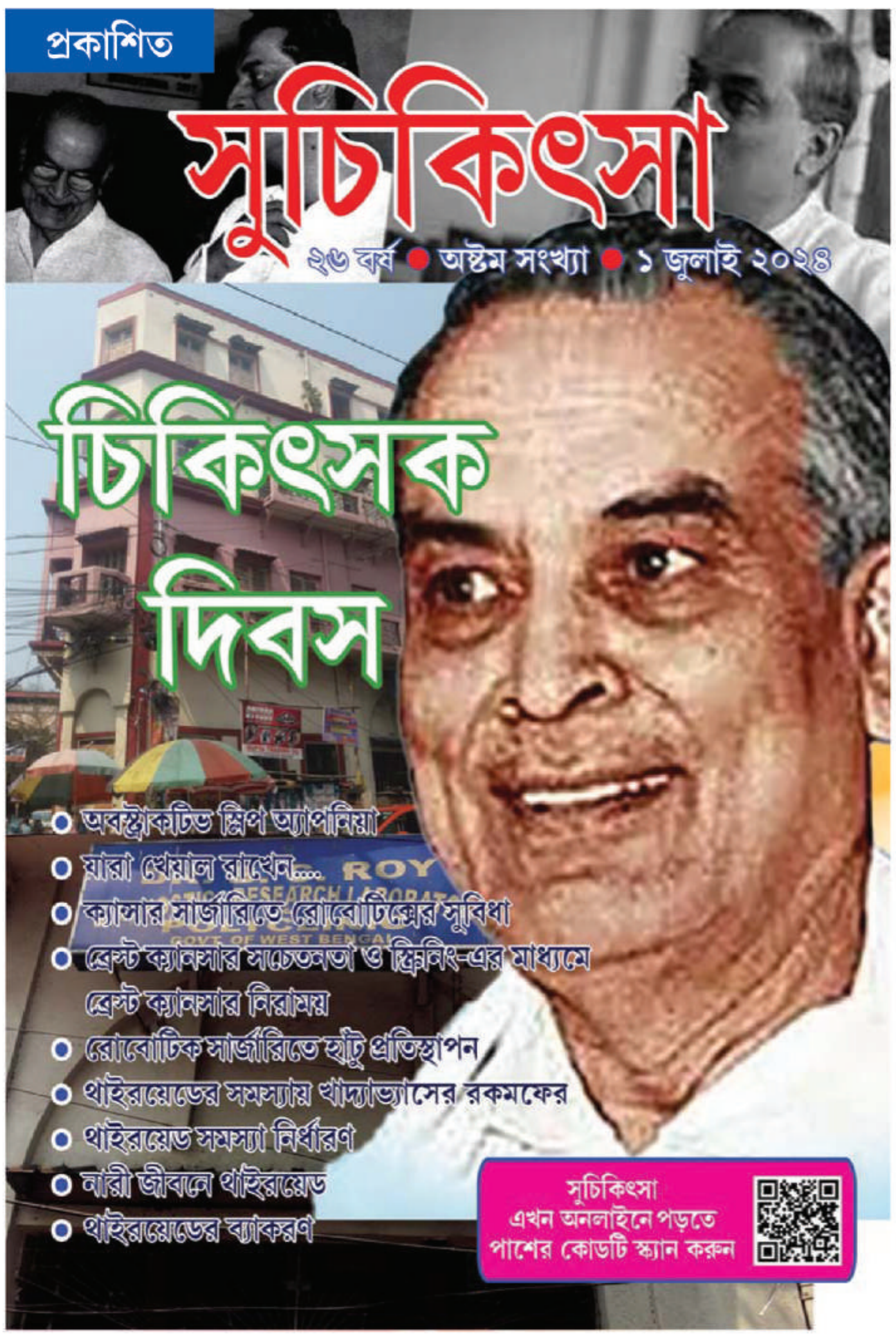



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com